ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 June 2022 ■ আগরতলা ২৪ জুন, ২০২২ ইং ■ ১০ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চার আসনে উপনির্বাচনে ভোট পড়ল ৭৮.৫৮ শতাংশ

ছাপ্পা রুখলেন ভোটাররা, বিক্ষিপ্ত ঘটনায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৮.৫৮ শতাংশ। আজ সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছিল। ভোটারদের দীর্ঘ লাইনের কারণে বিকেল পাঁচটার পরও কিছু কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়েছে। আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হার ছিল ৭৬.৬২ শতাংশ।

এদিন সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজে ভোট পর্ব শুরু হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত কিছু উত্তেজনার ঘটনা ছাড়া ভোট সর্বত্র শান্তিপূর্ণ বলেই খবর মিলেছে। বিরোধীরা অবশ্য ভোটারদের বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ এনেছেন। তবে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আজ উপনির্বাচনে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৫৬ জন ভোটারের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৬০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাতে ভোটের হার দাঁড়িয়েছে ৭৮.৫৮ শতাংশ। ওই ভোটাররাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২২ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। উপনির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন বিজেপি, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস এবং নির্দল প্রার্থীরা। উপনির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৬-আগরতলা কেন্দ্রে ৫১১৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ৩৯৬০৩ জন ভোট দিয়েছেন। ভোটের হার ৭৭.৩৫ শতাংশ। ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ৪৬০১১ জন ভোটারের মধ্যে ৩২৭২৬ জন ভোট দিয়েছেন। ভোটের হার ৭১.১৩ শতাংশ। ৪৬-সুরমা কেন্দ্রে ৪৬৭৫৭ জন ভোটারের মধ্যে ৩৮৮৬২ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ভোটের হার ৮৩.১১ শতাংশ এবং ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্রে ৪২৭৯১ জন ভোটারের মধ্যে ৩৫৫৬৯ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ওই কেন্দ্রে সর্বাধিক ৮৩.১২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে আপাত দৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ হলেও ৬-আগরতলা এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় বিরোধী রাজনৈতিক দল অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এক ব্যক্তি ভোট দিতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের হামলায় নদীতে পরে যান। তাঁকে খুঁজতে এনসিআরঅফ নদীতে তল্লাশি শুরু করেছে। দুষ্কৃতী হামলায় এক পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ সকাল থেকেই বিরোধীরা ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে শাসক দল সমর্থিত দুষ্কৃতিকারীরা হামলা, হুজ্জুতী এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এদিন ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে সস্ত্রীক ভোট দিতে যাওয়ার সময় পুলিশকর্মী সমীর সাহা চুরিকাহত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে ভোট দিতে বাধা দেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার ৬ আগরতলা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে একটি বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ছবি নিজস্ব।

চার কেন্দ্রে ভোটের হার

কেন্দ্র	মোট ভোটার	ভোট দিয়েছেন
৬ - আগরতলা	৫১১৯৭	৩৯৬০৭ (৭৭.৩৫%)
৮ - টাউন বড়দোয়ালী	৪৬০১১	৩২৭২৬ (৭১.১৩%)
৪৬ - সুরমা	৪৬৭৫৭	৩৮৮৬২ (৮৩.১১%)
৫৭ - যুবরাজনগর	৪২৭৯১	৩৫৫৬৯ (৮৩.১২%)

ধর্মনগরে রেলের ধাক্কায় মূকবধির যুবতীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের ঢুপিরবন্দ এলাকায় রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক যুবতীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। জানা যায় মৃত যুবতী মূকবধির। তার বাড়ি মঙ্গলকালী এলাকায়। সে ঢুপিরবন্দ এলাকায় তার বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। বৃহস্পতিবার সকালে বোনের বাড়ি থেকে একা বাড়িতে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মূকবধির ওই যুবতী।

আগরতলা ধর্মনগর গামী ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পরে ওই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। মৃতদেহটি রেললাইনের পাশে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় মৃতার বোনের বাড়িতে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তার বোনের বাড়ির লোকজনেরা। খবর পাঠানো হয় ধর্মনগর থানার পুলিশকে।

ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন মূকবধির ওই যুবতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম ও কংগ্রেসের যৌথ প্ররোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেস মিলিতভাবে প্ররোচনা দিয়ে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করেছিল। মানুষ দৃঢ়তার সাথে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই বিজেপি প্রচুর ভোটের ব্যবধানে চারটি আসনেই জয়ী হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন বিজেপি প্রদেশ সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস পুন:ভোটের দাবি

উপনির্বাচন

জানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

এদিন তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। চারটি আসনেই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। তাই, সমস্ত বিজেপি কার্যকর্তা এবং নির্বাচন কমিশনের সাথে যুক্ত সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে প্ররোচনা দিয়ে ব্যাঘাত ঘটতে চেষ্টা করেছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিশনের ভূমিকায় সন্তুষ্ট বামফ্রন্ট ২২টি বুথে পুন: ভোটের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে কমিশনের ভূমিকায় খুবই সন্তুষ্ট বামফ্রন্ট। তবুও, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে ২২টি বুথে পুন: নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, পুলিশের একাংশের পক্ষপাতমূলক আচরণে পুন: ভোটের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এদিন তিনি বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নারায়ণ কর-কে পাশে বসিয়ে বলেন, বিজেপি আজ রাজনৈতিক দেওলিয়াপনার প্রমাণ দিয়েছে। নির্বাচনে জেতার জন্য ছাপ্পা ভোটের সহায়তা নিয়ে চেয়েছে। কিন্তু, সার্বিকভাবে সফল হতে পারেনি।

তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক রিগিং হয়েছে। তাই, ৬-আগরতলা কেন্দ্রে ১১, ১২, ১৩, ৩০, ৩২, ৫৫ নম্বর বুথ, ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ১, ২, ১৮, ১৯, ৫৩, ৫৪, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪৪, ৪৯ বুথ এবং ৪৬-সুরমা কেন্দ্রে ৮, ১২, ১৪, ১৮ এবং ২৪ নম্বর পুন: ভোটের দাবি জানাচ্ছে বামফ্রন্ট। এদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অনেকদিন বাদে করোনার থাবা, আক্রান্ত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। উপনির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যেই ত্রিপুরায় ফের করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে করোনার প্রকোপ থেকে মুক্তিতে ছিল ত্রিপুরা। গত ২৪ ঘণ্টায় চার জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সারা দেশে করোনার প্রকোপের উর্দমুখী প্রবণতার মধ্যে ত্রিপুরায়ও সংক্রমণের খবর কিছুটা চিন্তায় ফেলেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৮ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৯৫ জনকে নিয়ে মোট ৪০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ও রেপিড অ্যান্টিজেনে দুইজন করে মোট চার জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাতে দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে সব বুথে পোলিং এজেন্টই দিতে পারেনি তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনে সব বুথেও পুলিং এজেন্ট দিতে ব্যর্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ, রাজ্যে বিজেপির বিকল্প হিসেবে নিজেদের দাবি করছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য প্রভারী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ত্রিপুরার জনগণ আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের পুনঃপ্রবর্তন দেখেছে আজ। কারণ, উপনির্বাচনেও বিজেপি ভোটারদের ভোট দিতে দেয়নি। তাতে, বিজেপি নিজের কফিনে চূড়ান্ত পেরেক পুঁতে দিয়েছে। এটাই বিজেপির শুরুর শেষ, কারণ ত্রিপুরায় তৃণমূল বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে।

তাঁর কথায়, ফলাফল যাই হোক, আমরা জনগণের পাশে থাকব। ত্রিপুরার জনগণকে তাঁদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া এবং ত্রিপুরাকে উন্নয়নের পথে নেওয়া পর্যন্ত তাদের সেবা করা আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর এর দুর্গাপুর এলাকায় মানসিক অবসাদে এক বৃদ্ধা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। ঐ বৃদ্ধার নাম মালতি মালাকার। জানা যায় বাড়ির পাশে শালবাগানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে ওই বৃদ্ধা। শাল গাছে বৃদ্ধার মৃতদেহ ঝুলতে দেখে স্থানীয় লোকজন তার বাড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। মৃতার ছেলে জানান তার মা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছেন। গতকাল রাতেও মায়ের জন্য ওষুধ এনে দিয়েছে ছেলে। মানসিক অবসাদ এই ঐ বৃদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক দল ঠিকভাবে ছাপ্পা ভোট দিতে পারেনি জয় নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস ঃ বীরজিত সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে ভোটের হার অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় কম হয়েছে। তাই, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহার দাবি, শাসক দল ছাপ্পা ভোট ঠিকভাবে দিতে পারেনি। নইলে ভোটের হার ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেত। তখন পরাজয়ের ভয় থাকত। তাই কংগ্রেস জিতবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তবুও, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি বুথে পুন: ভোটের জানাবে কংগ্রেস, বলেন তিনি। আজকে উপনির্বাচনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। তাঁর দাবি, আজ শাসক দলের চোখ রাঙানির বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করেছে।

আজ ভোটপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নির্বাচন কমিশন সকাল থেকে অতি সক্রিয় ভূমিকা নিলে আজ চিত্রটাই অন্য রকম হতো। অনেকটা দেরিতে কমিশন সক্রিয় হয়েছে, তার সুযোগ শাসক দল নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁর দাবি, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ১২, ১৩ এবং ৫৫ এই তিনটি বুথে পুণরায় ভোটের দাবি জানাবে কংগ্রেস।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুলিশের নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিজেদের শক্তি প্রদর্শিত করতে পারেনি। তাঁর দাবি, বিজেপির একমাত্র প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। কংগ্রেসকে আটকাতে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির জন্য দালালী করছে। কারণ, ভাইপো ও তাঁর স্ত্রী আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় ফেঁসেছেন। তাঁদের বাঁচাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে আঁতাত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জোর গলায় বলেন, উপনির্বাচনে সিপিএম নিষ্প্রভ ছিল। লড়াই কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে হয়েছে। তাঁর দাবি, শাসক দল ছাপ্পা ভোট ঠিকভাবে দিতে পারেনি। তাই, ভোটের হার ৯০ শতাংশ অতিক্রম করেনি। তাতে তাঁর আশা, কংগ্রেস উপনির্বাচনে জিতবে। তবে, শাসক দলের কর্মীরা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন, অগণতান্ত্রিক, কটাক্ষ করেন তিনি।এদিন কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুরমায় বুথ জ্যামের চেষ্টা বানচালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জ, আহত বিজেপির বহু কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বুথ জ্যাম করার চেষ্টা বানচাল করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাতে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ভাতখাউড়িতে ৫৯ এবং ৬০ নম্বর বুথে এদিন বিকালে বুথ জ্যাম করার চেষ্টা হয়। প্রচুর সংখ্যায় বিজেপি কর্মী সেখানে সমবেত হয়। প্রথমে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসএসবি'র জওয়ানরা বিজেপি কর্মীদের সরে যেতে

নির্দেশ দেয়। কিন্তু, তাতে কোন কাজ না হওয়ায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী তলব করা হয়। রিজার্ভ বাহিনী ছুটে এসে লাঠিচার্জ করে। তাতে বেশ কিছু বিজেপি কর্মী আহত হয়। তাদের হাসপাতালে পৌঁছানো হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার পর ভোট শেষ হলে বিজেপি কর্মীরা পথ অবরোধ সংগঠিত করে। বিজেপি কর্মীদের পথ অবরোধের খবর পেয়ে সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬৫ ▫ ২৪ জুন ২০২২ইং ▫৮ আষাঢ় ▫শুক্রবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইবে

দায়িত্ব ও কর্তব্য শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের যারাই সুস্থ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন?

যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন।

আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে?

আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

সরকার দায়িত্ব পালন করিতেছে না। মিডিয়া কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। প্রশাসন অযোগ্য। এই অভিযোগগুলি তো সারা বছর ধরিয়াই করা হয়। কিন্তু সুনাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা ঠিক কী? আমরা নিজেরা কতটা সামাজিক কর্তব্যপালনে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ? সুযোগ পেলে কাজে ফাঁকি দিই? ঘুষ দিয়া কাজ আদায় করি? কোনওরকম অন্যায় সুযোগ সুবিধা নিইনি কখনও? স্বজনপোষণ করি? প্রকৃতপক্ষে সুনাগরিক রায় দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই কারণেই ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সুনাগরিক হিসাবে করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা ভক্ত থাকিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা করিয়া উঠিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিনি হানাহানি কাটাকাটি মারামারি অভিজ্ঞতা সমাজ হইতে দূর হইবে।

রুজিরাকে ইডি-র সমন, তোপ কুণালের

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলায় একাধিক তৃণমূল নেতার নাম সামনে এসেছে। নাম জড়িয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। বৃহস্পতিবার প্রথম ইডি দফতরে হাজিরাও দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী রুজিরা। কেন্দ্রীয় সংস্থার এই পদক্ষেপকে আদতে ষড়যন্ত্র বলেই উল্লেখ করছে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, অভিষেক পরিবারকে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে।এ দিন কুণাল ঘোষ আরও দাবি করেন, তৃণমূল দিল্লিতে সক্রিয়। অভিষেকও রাজনীতিতে সক্রিয়। তাই অভিষেকের পরিবারকে আক্রমণ করা হচ্ছে। পরিকল্পিত ভাবে এটা করছে। সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে কুণালের দাবি, সিবিআই নির্লজ্জ, তাই শুভেন্দুকে দেখতে পায় না। শুভেন্দুকে আগে সিবিআই-এর গ্রেফতার করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষ এদিন অভিযোগ করেন, জনগণের রায়ে সরকার গড়তে পারেনি। আর এখন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলেও মত প্রকাশ করেছেন তিনি।একাধিকবার দিল্লিতে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে অভিষেককে। তবে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কয়লা কেলেঙ্কারিতে উঠে আসে রুজিরা নারুলার নাম। রাজনীতি থেকে বরাবরই কয়েক যোজন দূরেই থেকেছেন অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা। কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচীতেও দেখা যায় না তাঁকে। কিন্তু দুর্নীতির মামলায় জড়িয়েছে সেই রুজিরার নাম। ইডি এবং সিবিআইয়ের দাবি, প্রমাণের ভিত্তিতে ভেবেচিন্তেই তাঁরা তদন্তে এগোচ্ছেন।

অন্ধকার পেরিয়ে আলোর সন্ধানে

অনুভব বেরা

২০২২ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবস নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। ২০২২ -এর পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা ছিল ‘মাত্র একটাই পৃথিবী-প্রকৃতির সাথ সামঞ্জস্য রেখে এক স্থিতিশীল জীবন। ১৯৭৪ সালের ৫ জুন প্রথমবারের জন্য যখন পরিবেশ দিবস পালিত হয়, তখন তার মূল ভাবনা ছিল এইরকমেরই। দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে প্রতি বছর ঘটা করে পরিবেশ দিবস পালিত হয়, কিন্তু পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে দুর্গোগ কমেনি বরং বেড়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সদ্য প্রকাশিত ষষ্ঠ পরিবেশ মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে ভয়ঙ্কর অবস্থা ধরা পড়েছে তার মূল কথা-দূষণ,জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ শোষণ পৃথিবীকে দাঁড় করিয়েছে ধ্বংসের কিনারায়। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি মোতাবেক ধ্বংসের কিনারায়। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি মোতাবেক কার্বন নিঃসরণেণ হার কমাবার কথা বলা হচ্ছিল কিন্তু কী দেখা যাচ্ছে? পরিমাণ বিগত বিশ লক্ষ বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ। বাতাসে কার্বনের পরিমাণ বাড়ায় দানা শস্যের উৎপাদনও পুষ্টিগুণ উভয়ই সাংঘাতিকভাবে কমেছে। বেড়েছে তাপমাত্রা। এই উষ্ণায়নের প্রত্যক্ষ অভিঘাত ভারতে পড়েছে তাই কমেছে বৃষ্টিপাত বেড়েছে তাপপ্রবাহ। উষ্ণায়নের প্রভাব পড়েছে মেরুপ্রদেশে বরফ গলেছে ৪০ শতাংশের বেশি হারে। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের ‘লিভিংপ্ল্যানেট রিপোর্ট ২০২০’র হিসেবে বলছে ১৯৭০-২০১৬, মাত্র ৪৬ বছরে চিরতর হারিয়েছে স্তন্যপায়ী, পাখি, মাছ, নানা পতঙ্গ ও উদ্ভিদ প্রজাতির ৬৮ শতাংশ। জল, বায়ু, মাটির দূষণে জেরবার মানুষের নতুন বিপদ প্লাস্টিক দূষণ। ১৯৫০-১৯৬০ পর্যত প্লাস্টিকের ব্যবহার কমছিল। ১৯৭০-১৯৯০-এ প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ তিনগুণ বেড়েছে। আর আজকের দিনে ৪০০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য ভরে গেছে হিমালয়ের শৃঙ্গ থেকে সমুদ্রের ঘাত। আমরা প্রতি মিনিটে সারা দুনিয়া জুড়ে কমপক্ষে ১০ লক্ষ একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল বিক্রি করছি। জঞ্জাল জমবে না। এইসব খবরে সর্বত্রই গেল গেলস রব। এই অন্ধকারময় অবস্থায় ও দেশে দেশে পরিবেশকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে কাজ করে চলেছেন বেশ কিছু মানুষ। তাদের কুর্নিশ জানাব এই লেখায়। ভারতে পরিবেশ আন্দোলন অনেক পুরনো। এখানে অমৃতাদেবী বিশোনই

> *আমরা প্রতি মিনিটে সারা দুনিয়া জুড়ে কমপক্ষে ১০ লক্ষ একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল বিক্রি করছি। জঞ্জাল জমবে না। এইসব খবরে সর্বত্রই গেল গেলস রব। এই অন্ধকারময় অবস্থায় ও দেশে দেশে পরিবেশকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে কাজ করে চলেছেন বেশ কিছু মানুষ। তাদের কুর্নিশ জানাব এই লেখায়। ভারতে পরিবেশ আন্দোলন অনেক পুরনো।*

থেকে সরলা বেন, সুন্দরলাল বহুগুণা থেকে সেলিম আলির কথা আমরা জানি। আমরা জানি, মেধা পাটেকাররা কীভাবে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পরিবেশ আন্দোলনের পথ ধরে কর্ণাটক গাছ লাগিয়েছেন, যাদব পায়েং ব্রহ্মপুত্র নদের ঔনামুখ চাপারি নামক স্থানের এক বৃহগৎ এলাকা গাছ রোপণ করে এলাকাটিকে অরণ্যে রূপান্তরিত করেছেন। সৌমাইরা অবদুলালি, কিনকৃদেবীরা অবৈধ মাইনিং ও শব্দদূষণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। গত দশকে কেরলের প্লাচিমাদা গ্রামের মানুষ অভূতপূর্ব লড়াই সংঘটিত করে এক বিদেশি কোম্পানির ব্যাপক হারে জল তুলে নেওয়ার কাজ বন্ধ করতে পেরেছেন। থাইল্যান্ডের নিওয়াট রয়কারে মেকং নদীর ২৪৮ কিমি পথদূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন নদী অবহাহিকায় বসবাসকারী মানুষের সাহায্যে। ইকুয়েডরের আলেকজান্দ্রো নারভায়েজ ও আলেক্স লুসিটান্টে সে দেশের আগুয়ারিকো নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠাদের সংঘটিত করে রক্ষা করে চলেছেন ৭৯০০০ বর্গ কিলোমিটারের বর্ষাবন। নাইজেরিয়ার পরিবেশবিদ পেশায় আইনজীবী চিমা ইউলিয়ামস দেশের দুটো আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সাথে করে একটি কোম্পানির দূষণ ছড়ানোর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মার্কিন মুলুকেও চলছে পরিবেশ আন্দোলন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নেত্রী ও আলাস্কা ক্লাইমেট অ্যালায়েন্সের সদস্য রুথ লাচাভায়া কিসেস মিলার মানুষকে সঙ্গে করে আওয়াজ তুলেছেন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাতিল কর, আগামী পৃথিবীর জন্য জল, বাতাস, মাটি সহ প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সংরক্ষণে জোর দাও। কিনিয়ার ওয়াঙ্গিরমাথেইয়ের ভূমি সংরক্ষণ ও মহিলাদের অধিকার রক্ষা আন্দোলন আজ রূপকথার মতো প্রাণ স্পন্দন ভরপুর দ্বিতীয় কোনও গ্রহ নেই এই মহাবিশ্বে। গ্রেটাদের সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। শেষ করব রাচেল কারসনের কথা দিয়ে তিনি তার ‘সাইলেন্টস্প্রিং’ বড়তে দেখিয়েছিলেন কীভাবে ডিউটির বিষাক্ত প্রভাব পরিবেশ পড়েছে। তারপরেই জোরদার সংঘটিত হয় পরিবেশ আন্দোলন। এখনও চলছে সেই আন্দোলন। গ্রেটা, যাদব পায়েংরা তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্ধকার পেরিয়ে আলোর দিশা আমরা খুঁজে পাবই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রাথমিক শিক্ষার হাল না ফেরালে শিক্ষার মানের অবনমন ঠেকানো যাবে না

শোভনলাল চক্রবর্তী

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা জাতির সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। জাতীয় উন্নয়নের মাপকাঠি হলো শিক্ষা। অর্থাৎ যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার মূল ভিত্তি। এ ভিত যত মজবুত ও নৈতিক গুণাবলী, মানবিক গুণাবলী সহ আদর্শিক হবে, শিক্ষার মান ততই শক্তিশালী ও উন্নত হবে, শিক্ষার বিনিয়োগের ব্যাপারে বরাবরই কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতিটি জাতীয় বাজেটেই শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ২০২২ সালের ঘোষিত বাজেটে শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ আর ও হ্রাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সরকারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে শিক্ষায় বিনিয়োগই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাই তা বলা যায় আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে অবহেলিত। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার। রাষ্ট্র জনগণের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করবে এই অঙ্গীকার দেশের সংবিধানেও উল্লেখ রয়েছে। এজন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ‘সবার জন্য শিক্ষা অধিকার’-এর কথা ঘোষণা করেছে। তাছাড়া ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষণা করে শিশু অধিকার সনদ। বর্তমানে বিশ্বের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র একটি পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে সবচেয়ে হতাশা এবং ক্ষোভের জায়গা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা বলতে স্কুল, কলেজের প্রচলিত শিক্ষাকেই মানুষ বোঝে। সেই শিক্ষাই যখন মানুষকে জীবনও জীবিকার ভালো সধান দিতে পারে না, পারে না সৎ চরিত্রবান ও মানবতার গুণে গুণান্বিত মানুষ তৈরি করতে, তখন সেই শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠবেই। শিক্ষা বলতে শহরকেন্দ্রিক কতগুলো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন কিংবা কোচিং সেন্টার ভিত্তিক শিক্ষার প্রসারকে ধরে নিয়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করলে পরিণামে এর জন্য আমাদের চড়া মূল্য দিতে হবে। এ মূল্য দেওয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ এখনও গড়ে না ওঠার কারণে অসংখ্য গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী চিরতরে শিক্ষাঙ্গন থেকে ছিটকে পড়ছে। শিক্ষার বর্তমান যে হাল, তা শহরকেন্দ্রিক উচ্চবিত্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষ কিছু মধ্যবিত্তকে জোগাচ্ছে ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং হিংস্র প্রতিযোগিতার মন। একই কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে অবহেলিত। অবস্থা দাঁড়িয়েয়ে এমন যে, গরিবের জন্য স্কুল আছে তো শিক্ষক নেই, শিক্ষক আছে তো স্কুলগৃহ নেই। আবার কোনও স্কুলে শিক্ষক হয়তো দু-একজন আছেন কিন্তু ছাত্র নেই বা শিক্ষা উপকরণ ঠিকমতো নেই।

আমাদের দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে একজন সৎ, যোগ্য, মানবিক গুণে গুণান্বিত মানুষ তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা প্রদান থেকে শুরু করে সমগ্র পরিচালনা ব্যবস্থাই যেন হেলাফেলা ও দায়সারা গোছের। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাই মানুষের জীবনে মূল কাঠামো বা ভিত্তি তৈরি করবে। সুতরাং তার মূল্য ও গুরুত্ব বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পরম বিস্ময় ও হতাশার বিষয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থার খোঁজ খবর নেন না এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনও উদ্বেগ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার জন্য টাকা বরাদ্দ করছে, শিক্ষকদের বেতন দিচ্ছে স্কুলঘর ও শিক্ষা উপকরণ কমবেশি দিচ্ছে অথচ সঠিকভাবে শিক্ষাদান চলছে কিনা, ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন বিষয় কীভাবে চলছে, সে বিষয়টি শিক্ষা বিভাগ মনিটরিং সঠিকভাবে করছে না। উল্টে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এখন সরকারের নানাবিধ শ্রী, ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা বিলি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত কোথাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ না থাকার কারণে ছাত্রাছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। আবার কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ১২ জোড়া বেঞ্চ আছে যা ভাঙা পা-ওয়ালা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাঙাঘর সহ নানা সমস্যা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কারওর কোনও হেলদোল নেই তা রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার।

ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সংশোধনের প্রস্তাবসহ আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে। বিশ্বষজ্ঞ কমিটি ও সচেতনমহল থেকে। কিন্তু তারপরও প্রাথমিক শিক্ষার কোনও উন্নতি তেমন হয়নি। সম্প্রতি একটি কর্মশালায় প্রাথমিক স্তর পরবর্তী শিক্ষা জরিপ শীর্ষক এক তথ্য বিবরণীতে জানা যাচ্ছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চমশ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শতকরা ৮৩.২৯ জন ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়েছে। এটা শুধু এক বছরে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিগত পাঁচ বছরে এই ঝড়ে পড়া ছাত্রাছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৮২ জন। এই পরিসংখ্যান থেকে শহরের হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল ছাড়া সমগ্র রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার এবং মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়ার এক ধূসর বিবর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। অথচ মাত্র ২০/২৫ বছর আগেও আমাদের দেশের গ্রামের অন্ততপক্ষে জেলা শহরের স্কুলগুলো থেকে বেশির ভাগ ভালো ছাত্র বেরিয়ে এসেছে। যারা সামগ্রিকভাবে ছাত্রও বেরিয়ে এসেছে। যারা সামগ্রিকভাবে ছাত্র ও কর্মজীবনে তাদের মেধা ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। এই যে, বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পচম শ্রেণি পার হতে পারল না তার আগেই ঝরে পড়ল, এদের অবস্থাই বা কী হবে? তাছাড়া আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন স্তরে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যে শিক্ষক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল প্রয়োজন সেসব কোথা থেকে আসবে? এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, হাতে গোনা কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যমে কেজি স্কুল শিক্ষা প্রশাসন, চিকিৎসা, প্রকৌশল কর্মকাণ্ড এবং আদালত প্রাঙ্গণ সহ সকল বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী এই বিপুল কর্মীবাহিনীর জোগান দিতে পারবে না। এসব স্কুল থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুবই কম এবং বভিষ্যতেও পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া প্রাথমিক স্তরে যথাযথ বিনিয়োগে অনাগ্রহ, উপেক্ষা, অবহেলা এবং মেধা লালনের অভাবে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। ফলে এই বিপুল সংখ্যক স্কুলছুট শিক্ষার্থীর কিছু অংশ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল ও নেতা নেত্রীদের হাতের ক্রীড়নক কিংবা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। অপর একটি অংশ জীবনযুদ্ধে বিভ্রান্ত হয়ে মাদকাসক্তি এবং মাদক ব্যবসা এবং সুপারি কিলারে পরিণত হবে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গতি লাভ করবে না এবং দেশ থেকে দুর্নীতির বীজও উৎপাটিত হবে না। কারণ মানুষের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতা পুঁজি করে, একদল সুচতুব, ধুরন্ধর লোক তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য সবসময়ই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রাথমিক পর্যায় থেকেই একই সাথে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়া না গেলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি সমাজে থেকেই যাবে। সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো ও জবাবদিতামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে বর্তমানে কয়েক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। স্কুল, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেজি স্কুল ইংরেজি মাধ্যমে স্কুল, মাদ্রাসা ইত্যাদি। একটি দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকা দেশের সংবিধান পরিপন্থী। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশের সমাজও রাষ্ট্রের সংবিধান বিসদৃশ এবং সমান্তরাল শিক্ষা বব্যস্থা সহ্য করে, সেখানে সম্পূর্ণ সমান সুযোগ নিশিত করা স্পষ্টতই অসম্ভব। তাই সুশিক্ষা ও এলিট বা অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু নেই। বরং অভিজাত শিক্ষা চালু হয়েছে। যার পাশাপাশি গরিব কাঠামোর শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় শুধু রাজধানী শহর কিংবা জেলা শহরের কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কেজি স্কুলের সাফল্য নিয়ে আত্মসন্তোষ লাভ করার কোনও অবকাশ নেই। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চরম ব্যর্থতার সততা ও মানবিক গুণাবলী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিকাশ লাভ করবে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকা ইত্যাদি কারণে প্রাথমিক শিক্ষা আর ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যাতে সৎ, যোগ্য, মানবিক গুণে-গুণাণ্বিত ছাত্রাছত্রী তৈরি হতে পারে তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবকও ছাত্রাছত্রীদের কতগুলো বাস্তবসম্মত শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা অতীব জরুরি। বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার হাল ফেরাতে আমাদের উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলার আইনস্টাইন

সাম্য শিকদার

কীর্তনখোলার তীরে জন্ম প্রাণপ্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশের। যে মাটিতে কবি জন্মান, সেই মাটি তো বিজ্ঞানীরও জন্ম দিতে পারে। জীবনানন্দ যখন পুরোপুরি লেখক হয়ে উঠেছেন, তখনই সেই বরিশাল শহরেই জন্ম অমল রায়চৌধুরীর। যাঁর নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে রায়চৌধুরী সমীকরণ।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আইনস্টাইন প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। মহাকর্ষ বলের প্রকৃতি, মহাবিশ্বের জন্ম, বেড়ে ওঠার ইতিহাস তখনই জানতে শুরু করে মানুষ। আইনস্টাইনের সেই এক সমীকরণের অনেকগুলো সমাধান বেরিয়ে আসে নানা বিজ্ঞানীর হাত ধরে। সেসব সমাধান থেকে হিসাব কষে বিজ্ঞানীদের হিসাবের খাতায় একে একে জন্ম নেয় মহাজাগতিক বস্তু- সুপারনোভা, শ্বেত বামন, লাল দানব ইত্যাদি।

কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বের সবচেয়ে ভেলকিটা দেখান আরেক জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জশিল্ড। তিনি হিসাব কষে দেখান, মহাবিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে ঘাপটি মেরে আছে কৃষ্ণগহ্বর নামের মহাদানবেরা। এতটাই আগ্রাসী এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, এর ভেতর একবার কোনো বস্তু ঢুকলে তার আর সাধ্যি নেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। শুধু কি বস্তু, মহাবিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী জিনিস আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। এহেন রাক্ষসী যার মহাকর্ষক্ষেত্র, খাতা-কলমে তার অস্তিত্ব যত স্পষ্টই হোক, বাস্তবে খুঁজে পাওয়া এতটা সহজ কাজ ছিল না। তাই কার্ল সোয়ার্জশিল্ড কৃষ্ণগহ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী করার পরও একে নিয়ে সত্যিকারের একটা তত্ত্ব তৈরি হতে পেরিয়ে গেছে ৫০ বছরেরও বেশি সময়। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ডেভিড ফিংকেলস্টাইন, জন হুইলার, রয় কার, ওয়ার্নার ইজরায়েল, জেকব বেকেনস্টাইন, ইয়কাভ জেলদোভিচ, রজার পেনরোজ আর স্টিফেন হকিংয়ের জোর গবেষণার নতুন করে প্রাণ সৃষ্টি করে কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্বে। একটু একটু করে উন্মোচিত হতে শুরু করে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্যটির আবরণ।

বিশাল ভরের কোনো নক্ষত্র জীবনের শেষ দশায় এলে, এদের ভেতরে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া কমে যেতে থাকে। তখন ভেতরের বস্তুকণাগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। ফলে আরও বাড়তে থাকে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল। এতে বস্তুকণাগুলো আরও কাছাকাছি আসতে শুরু করে। এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। একসময় এমন অবস্থা তৈরি হয়, গোটা নক্ষত্রের সব ভর একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হয়! সেই বিন্দুটির মহকর্ষ বল তখন এতটাই বেশি হয় যে এর চারপাশের স্থানকাল বেঁকে যায় অসীম মাত্রায়। সুতরাং সেই বক্র স্থানকাল থেকে কোনো আলোও আর বেরিয়ে আসতে পারে না।

অসীম ভরের এক পরম বিন্দু, যেখানে ভেঙে পড়ে পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র, সেই বিন্দু থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? কীভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় সেই পরম বিন্দুর? বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ সিঙ্গুলারিটি ব্যাখ্যার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত একটি সমীকরণের দিকে। সেই সমীকরণের আবিষ্কারক বরিশালের অমল রায়চৌধুরী। ব্ল্যাকহোল---চর্চায় এই সমীকরণের ভূমিকা এখনো অপরিহার্য। অথচ এর নেপথ্যের নায়কের কথা আমরা বাঙালিরাই জানি না। বিস্মৃত এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে বিজ্ঞানপ্রিয় তরুণদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটি একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন আরেক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামের শিষ্য শরীফ মাহমুদি ছিদ্দিকী। অনেক খোঁজখবর, গবেষণা করে তিনি লিখে ফেলেছিলেন অমল কুমার রায়চৌধুরীর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত। কেন অমল রায়চৌধুরীকে বাংলা আইনস্টাইন বললে মোটেও ভুল বলা হয় না, তার বয়ানই রয়েছে এই বইয়ের পাতায় পাতায়। আশা করি, ভাবী বিজ্ঞানীদের জন্য এই বই অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে এখন থেকে সৎ মায়ের মতো আচরণ হবে না : অমিত শাহ

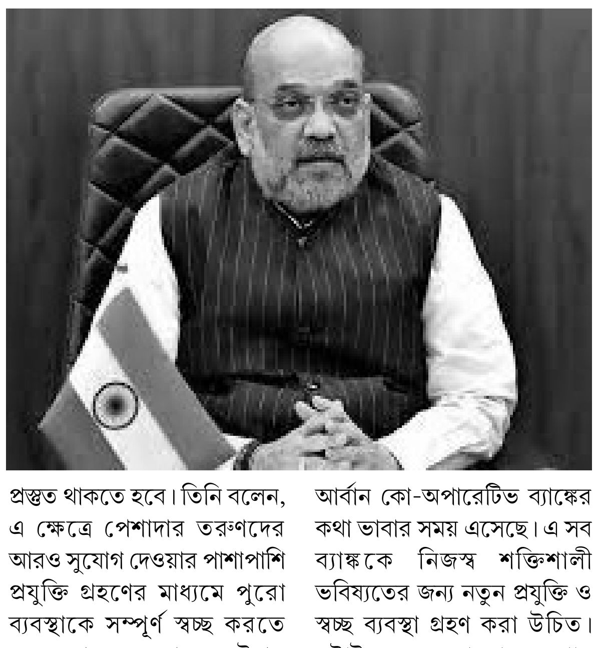

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): আর্বান কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বজনীন উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। বললেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায় হল, দেশের উন্নয়ন এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আর্বান কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি। তিনি আরও বলেছেন, এখন থেকে সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সৎ মায়ের আচরণ করা হবে না। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলিকে জনসাধারণ, আরবিআই এবং সরকারের আস্থা জেতার জন্য প্রতিটি উপায়ে নিজেদেরকে শক্তিশালী করতে হবে।

বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে তফসিলি এবং মাল্টি-স্টেট আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ক্রেডিট সোসাইটির জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমবায় ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেছেন, শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য সরকারকে শুধু সহযোগিতা করলেই হবে না, পরিবর্তন আনতে ব্যাঙ্কগলিকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে পেশাদার তরুণদের আরও সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করতে হবে। যাতে সমবায়ের উপর জনগণ, আরবিআই এবং সরকারের আস্থা আরও মজবুত হয়।

অমিত শাহ বলেছেন, আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে সমাজের সেই অংশের উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হবে যারা আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান নয়। এই কাজটি এই ব্যাঙ্কগুলোকেই করতে হবে। তিনি বলেন, এখন আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কথা ভাবার সময় এসেছে। এ সব ব্যাঙ্ককে নিজস্ব শক্তিশালী ভবিষ্যতের জন্য নতুন প্রযুক্তি ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এটাই সময়ের প্রয়োজন। শাহ বলেন, দেশে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ১১, ৫০০ শাখা, পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার আমানত এবং তিন লাখ কোটি টাকার অগ্রগতি বড় মনে হলেও আমানতের পরিপ্রেক্ষিতে শহুরে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভাগ কতটা তাও ভাবতে হবে ? শাহ বলেন, শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অংশ মাত্র ৩.২৫ শতাংশ এবং অগ্রিমের ক্ষেত্রে এটি ২.৭০ শতাংশ।

অমিত শাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি বলেন, যখন দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপিত হবে, তখন সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশ্বের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা উচিত ভারতের। এই ২৫ বছরে এমনই ভারত গড়তে হবে। তিনি বলেন, এটা সম্ভব এবং হবেই। এই সমাধানে সহযোগিতা একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। এ জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি বলেন, এখন সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সৎ মায়ের আচরণ হবে না। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলিকে জনসাধারণ, আরবিআই এবং সরকারের আস্থা জেতার জন্য প্রতিটি উপায়ে নিজেদেরকে শক্তিশালী করতে হবে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা প্রতিমন্ত্রী বিএল ভার্মা, সচিব, সহযোগিতা মন্ত্রক জ্ঞানেশ কুমার (আইএএস), কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রার, এনসিইউআই সভাপতি দিলীপ ভাই সংঘনি এবং আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অনেক বিশিষ্টরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

‘দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বিজেপি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে’, দাবি মমতার

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বিজেপি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, “আজ মহারাষ্ট্রে হচ্ছে, কাল অন্য রাজ্যেও বিজেপি একই খেলা দেখাবে, যা গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য নয়।”

মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন অভিযোগ করেন, সামনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। কিন্তু সংখ্যায় পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি। তাই মহারাষ্ট্রে সরকার ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে।

বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতা। সেখানেই মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন। মমতা বলেন, ’সামনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। পূর্ণ সম্মান জানিয়েই বলছি, ১ লক্ষের বেশি ভোট কম পড়ছে বিজেপি-র। তাই অনৈতিক ভাবে, অসাংবিধানিক ভাবে, হাওয়ালার টাকা দিয়ে মহারাষ্ট্রে সরকার ফেলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সিবিআই, ইডি সবাইকে গ্রেফতার করে। আমার দলেরই ২০০ জনকে নোটিস দিয়েছে, যারা অভিযুক্তই নয়। অথচ বিজেপি টাকা বিলিয়ে সব কিছু ঘটিয়ে চলেছে, টাকা খরচের কোনও সীমা নেই ওদের, সেটা কি হাওয়ালা নয়? এটা দুর্নীতি নয়?’

শিবসেনার বিদ্রোহী বিধায়করা গুজরাত হয়ে এই মুহূর্তে আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য অসমে ঘাঁটি গেড়েছেন। সেখানে তৃণমূলের তরফে বিক্ষোভও দেখানো হয়েছে বৃহস্পতিবার। সেই নিয়ে মমতা বলেন, ’একটা বড় দল টাকার বিনিময়ে লোকজনকে কিনে নিচ্ছে। অসমকে দোষ দিই না। ভয়ঙ্কর বন্যায় বিপর্যস্ত গোটা রাজ্য। সেই সময় মানুষকে সাহায্য করার বদলে কেন্দ্র বিরক্ত করছে অসম সরকারকে।

মমতার অবিযোগ, কেন্দ্র বিধায়ক কেনাবেচার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এই বিধায়কদের বাংলায় পাঠিয়ে দিন না! আতিথেয়তা জানি আমরা। গণতন্ত্র কীভাবে রক্ষে করতে হয়, দেখে নেব। মহারাষ্ট্রে যা ঘটছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ভারতে আদৌ গণতন্ত্র রয়েছে কিনা, সন্দেহ হচ্ছে আমার। কোথায় গণতন্ত্র? মানুষ কোথায় বিচার পাচ্ছেন? গণতন্ত্রের উপর দিয়ে বুলডোজার চালানো হচ্ছে। আমরা দেশের সংবিধান, নির্বাচনী রাজনীতির জন্য সুবিচার চাই। সুবিচার চাই উদ্ধব ঠাকরের জন্য।’ বিজেপি-র টাকা নিয়ে কেন তদন্ত নয়, প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, এর আগেও বিধায়ক কেনাবেচা করে একাধিক রাজ্যে সরকার ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি-র বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সঙ্কটেও তাদের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মমতার বক্তব্য, ’আজ মহারাষ্ট্রে হচ্ছে, কাল অন্য রাজ্যেও হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যই এই ফন্দি। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম সঙ্কটে। প্রতিবাদ করলেই বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষমতায় রয়েছে বলে টাকার বল, পেশিশক্তি দিয়ে খেলছে। কিন্তু একদিন এ সবের কিছুই থাকবে না। তাই বলব, গণতন্ত্রকে এ ভাবে শেষ করবেন না। মহারাষ্ট্র সরকারের জন্য সুবিচার চাইছি আমি। গণতন্ত্রের জন্য এটা কাম্য নয়।’

দু’বছর বন্ধ ছিল, এ বার ফের চাকা গড়াবে হুগলির ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথের

হুগলি, ২৩ জুন (হি. স.) : এ বার ফের চাকা গড়াবে হুগলির ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথের। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে রথযাত্রার সময় নির্ঘণ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় মাহেশ জগন্নাথ ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে।করোনা অতিমারি পর্বে গত দু’বছর বন্ধ ছিল রথযাত্রা। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকে মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার থেকে শুরু করে বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে। কিন্তু রথের দিন পুজোর ভোগ নিবেদনের জন্য ভক্তদের প্রণামীর যে তালিকা সামনে এসেছে তাতে হতবাক হয়েছেন অনেকেই। তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।ভোগের জন্য এক জন ভক্তকে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা খরচা করতে হবে শুনে প্রশ্ন উঠছে, অনেকের সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোবে কি না। জগন্নাথ মন্দিরের দেওয়ালে সারা বছরের পুজোর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের একটি খরচের তালিকাও টাঙানো হয়েছে। তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী যদিও এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখছেন না। তাঁর দাবি, পুরীর মন্দির থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্দিরে এই ধরনের পুজোর খরচ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের খরচের তালিকা দেওয়া হয়। ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে যে দর ধার্য করা হয়েছে তা ভক্তদের উপরেই ছাড়া হয়েছে। তাঁরা রাজি থাকলে নিতে পারেন। যা অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেকটাই কম বলেও দাবি পিয়ালের। পাশাপাশি তিনি বলেন, “কেউ পুজো দেওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করতে চাইলে অনলাইনে করতে পারেন। তাঁদের ভোগ কুরিয়ার করে দেওয়া হবে।”মাহেশকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো কাজও এগিয়েছে। নাটমন্দির-সহ মন্দিরগুলি সংস্কার হয়েছে। ভোগের ঘর জগন্নাথ মন্দিরের কাছে তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সরকারি টাকায় জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কারের কাজ চলছে।

৬২৬ বছরে পড়ল মাহেশের রথযাত্রা। সাধক ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। জনশ্রুতি, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গঙ্গায় ভেসে আসা নিমকাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল জগন্নাথ দেবকে। সেই থেকেই চলে আসছে ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথ। বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এই রথযাত্রার সঙ্গে। শ্রীচৈতন্যদেব রামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে বহু মনীষীর আগমন ঘটেছে এখানে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাধারানী’ গল্পে মাহেশের রথের মেলার উল্লেখ আছে। ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন এই রথযাত্রা উৎসব পুরীর পরেই নাম আছে মাহেশের। এত বছর পরেও আজও একই রকম ভাবে ভক্তদের উন্মাদনা দেখা যায়। রথযাত্রার সাক্ষী হতে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে ভিড় জমান। যদিও গত দু’বছর বন্ধ ছিল এই রথযাত্রা।

পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে পাঠানো হল কোচবিহারে

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : একের পর অভিযোগ উঠে এসেছিল পাভলভ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগের পরেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল স্বাস্থ্যভবন। হাসপাতালের সুপারকে প্রথমে ধরানো হয়েছিল কারণ দর্শানোর চিঠি। তারপর নির্দেশ ছিল, সশরীরে হাজিরা দেওয়ার। তার আগে দু’ দফায় হাসপাতাল পরিদর্শন করে স্বাস্থ্যভবনের প্রতিনিধি দল। দেওয়া হয় রিপোর্ট। এর পরে বৃহস্পতিবার এল বদলির নির্দেশ।সূত্রের খবর, চূড়ান্ত অব্যবস্থার জেরেই বদলি করা হল পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে। পাভলভের সুপার গণেশ প্রসাদকে পাঠানো হল কোচবিহারের হাসপাতালে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পাচ্ছেন মৃগাঙ্ক মৌলি কর। যদিও বদলির কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কিছু জানানো হয়নি।বহুবার বহু অভিযোগ উঠেছে মানসিক রোগীদের হাসপাতাল পাভলভের ব্যবস্থাপনা নিয়ে। সম্প্রতি আবাসিকদের হালহকিকত সরেজমিনে দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকরা। দেখেছিলেন, অন্ধকার ময়লা স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। মাকড়শার জাল, পোকামাকড়ের আস্তানা। তারমধ্যে অন্তত ১৩ জন মহিলা। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ভিতরে চিৎকার আর গোঙানির শব্দ।

এর উল্লেখ করে রিপোর্টে উল্লেখ লেখা হয় মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল পাভলভে মহিলা আবসিকদের দুটি ঘরে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নোংরা, ভাঙা লোহা ও ধাতব বস্তু। একাধিক আবাসিকের দেহে রয়েছে ঘা ও ক্ষতচিহ্ন। হাসপাতালের সুপার ও নার্সরা আবাসিকদের দুরাবস্থার দিকে নজর দেন না বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। মানসিক ভারসাম্যহীন আবাসিকদের যে খাবার দেওয়া হয় তার গুণমাণ নিম্নমানের বলেও অভিযোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপরিষ্কার পাত্রে খাবার দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ ছিল, ছেঁড়া পোশাকে রাখা হয় রোগীদের।রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, কলকাতা পাভলভ হাসপাতালে রোগীদের জন্য ডায়েট চার্ট বলে কিছু নেই। ডায়েট কমিটিরও অস্তিত্ব নেই। হাসপাতালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিদদের কাজের কোনও পরিবেশ নেই। হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে নিয়মিত রাউন্ডের অভাব রয়েছে। রাউন্ডে আসেন না সুপার, এমনকি ডেপুটি সুপার, নার্সিং ইনচার্জ ফেসিলিটি ম্যানেজার। ইন্টার্নদের নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।সেই রিপোর্ট পেশের পরই স্বাস্থ্য ভবনের পক্ষ থেকে সুপারকে শোকজ করা হয়েছিল। যদিও গোড়ায় সুপার বলেছিলেন, “শোকজের চিঠি তো পাইনি।” পালটা জবাবে স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেছেন, “তদন্ত হয়েছে। সব তথ্য আছে। আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”তার মাঝেই দিন কয়েক আগে হাসপাতালের গাছের মগডালে চড়ে বসে এক আবাসিক। নতুন করে ফের শুরু হয় তোলপাড়। সেই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বদলি করা হল সুপারকে।

কয়লা-কাণ্ডে অভিষেক-পত্নীকে ইডির তলব

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : কয়লাপাচার-কাণ্ডে ইডির তলব পেয়ে বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা। বৃহস্পতিবারই সিজিও কমপ্লেক্সে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হয়। বুধবার তলবের নোটিস পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, অভিষেক-পত্নীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীদের বিশেষ দল। সন্তানকে কোলে নিয়েই ইডি দফতরে যান রুজিরা। বেলা ১১ টা ১০ মিনিট। সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকেন অভিষেক পত্নী।ইডি অফিসের চার তলায় পৌঁছন তিনি। সিবিআইয়ের পর এবার তাঁকে তলব করে ইডি। রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দিল্লি থেকে একটি বিশেষ দল এসে পৌঁছোয় কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে। কয়লাপাচার-কাণ্ডে রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সকে কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হয়। কয়েক দিন আগেই রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। সে বার অভিষেকের বাড়ি ‘শান্তিনিকেতনে’ গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। সূত্র মারফত জানা যায়, রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদে বিদেশে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়টি উঠে এসেছে। সেদিন প্রায় সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তৃণমূল সাংসদের ঘরনিকে।

কয়লাপাচার-কাণ্ডে এর আগে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে দিল্লিতে অভিষেক-পত্নীকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব সত্ত্বেও হাজিরা দেননি রুজিরা। তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল। অতীতে অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে রুজিরাকে এক বার জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল সিবিআই। এই মামলায় ইতিমধ্যেই কয়েক বার দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ করে সরব হয়েছেন তিনি।১৪ জুন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাত ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। ওই দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ অভিষেকের হরিশ মুখার্জী স্ট্রিটের বাড়িতে আসেন সিবিআই কর্তারা। সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ জিজ্ঞাসাপর্ব শেষ করে রুজিরার বাড়ি ছাড়েন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা। শেষবারের জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি মিলেছিল রুজিরার বয়ানে। তাই এদিন তাঁকে ফের তলব করা হয়।

পিলভিটে গাছে ধাক্কা পিকআপ ভ্যানের

পিলভিট, ২৩ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের পিলভিট জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল একটি পিকআপ গাড়ি। ১৭ জন পুণ্যার্থীকে নিয়ে হরিদ্বার থেকে ফিরছিল গাড়িটি, গাছে সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের এবং ৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পিলভিট জেলার গজরাউলা এলাকায়।পিলভিটের জেলাশাসক পুলকিত খারে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ হরিদ্বার থেকে আসা একটি পিকআপ গাড়ি গাছে ধাক্কা মারে, ওই গাড়িতে ১৭ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বৃহস্পতিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, “ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম ব্যক্তি যিনি জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় ভূখণ্ডে পূর্ণ একীভূত করার দাবি করেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে শেখ আবদুল্লাহ সরকার তাঁকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করে। ১৯৫৩-র ২৩ জুন শ্রীনগরের একটি কারাগারে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তিনি মারা যান।

ডাল লেকে ডুবে গেল হাউসবোট অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ৭ জন পর্যটক

শ্রীনগর, ২৩ জুন (হি.স.): কথায় আছে ”রাখে হরি মারে কে”, এই প্রবাদ ফের সত্য প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীনগরের ডাল লেকে হাউসবোট ডুবে গেলেও অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ৭ জন পর্যটক। রক্ষা পেয়েছে দু”টি পরিবারও। কাশ্মীর উপত্যকায় বিগত কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে, ডাল লেকেও জলস্তর বেড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে একটি হাউসবোট আচমকাই ডুবে যায়। হাউসবোটের মালিক মোহাম্মদ ইউসুফ জানান, তাঁর হাউসবোট ’কোলহাই’ বৃহস্পতিবার সকালে ডাল লেকের ডুবে যায় এবং ওই সময় দুই পরিবার ছাড়াও সাতজন পর্যটক হাউসবোটে ছিলেন। তিনি বলেন, হাউস বোট ধীরে ধীরে ডুবে যাওয়ায় তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে প্রথমে পর্যটকদের উদ্ধার করেন এবং কোনওভাবে তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে পরিবারগুলি ডুবন্ত হাউসবোট থেকে বেরিয়ে আসে।ইউসুফ জানান, তাঁদের হাউস বোট পুরানো এবং তাঁরা কর্তৃপক্ষকে তাঁদের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল, যাতে তাঁরা হাউসবোটটি মেরামত করতে পারেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তিনি হাউসবোট মেরামতের অনুমতি ছাড়াও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ খাড়গের, বললেন মহারাষ্ট্রের সরকারকে অস্থিতিশীল করা হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। বললেন, মহারাষ্ট্রের স্থিতিশীল সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বিজেপি ও কেন্দ্র।শুক্রবার ক্ষোভের সুরে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, ’বিজেপি এবং কেন্দ্র মহারাষ্ট্রের একটি স্থিতিশীল সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এবং সে রাজ্যে নিজেদের সরকার গঠনের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যও এটি করছে। আমি বলতে চাই আমরা সবাই (কংগ্রেস, এনসিপি, শিবসেনা) মহা বিকাশ আঘাড়িকে শক্তিশালী করব।’

এদিন এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাটিল করে জানান, ’মহারাষ্ট্র বিকাশ আঘাড়ি মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সরকার। আমরা শেষ অবধি উদ্ধবজি ঠাকরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াব।’ মহারাষ্ট্রে বর্তমান এই পরিস্থিতির জন্য সমস্ত দলই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে।

দু’বার মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল নেপাল তীব্রতা যথাক্রমে ৪.৯ ও ৪.১

কাঠমান্ডু, ২৩ জুন (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। বৃহস্পতিবার সকালে দু”বার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় মধ্য নেপালে। প্রথমে ৪.৯ তীব্রতার ভূমিকম্পে অনুভূত হয় নেপালে, এরপর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ৪.১ তীব্রতার দ্বিতীয় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।বৃহস্পতিবার সকাল ৩.৫৬ মিনিট নাগাদ ৪.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় নেপালের কাস্কি জেলা এবং আশেপাশের অঞ্চলে। কাস্কি জেলার মাছপুরছড়ে গ্রামীণ পৌরসভা-৭-এর ধামপুসে ওই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয় বাগলুং, পার্বত, মায়াগদি ও তানাহুন জেলায়। কয়েক ঘন্টা পরে, ন্যাশনাল ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র দ্বারা ৪.১ তীব্রতার আরেকটি মৃদু কম্পন রেকর্ড করা হয়েছিল, যার কেন্দ্র ছিল গোর্খা জেলার থুমিতে সকাল ৭.২২ মিনিট নাগাদ।

আজমগড়ে ১৯.৩৪ শতাংশ এবং রামপুরে ১৮.৮১ শতাংশ ভোট

লখনউ, ২৩ জুন (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের আজমগড় এবং রামপুরে ভোটগ্রহণের প্রথম দুই ঘন্টার মধ্যে সকাল ৯টা পর্যন্ত ৩৫.৪৫ লাখ ভোটের মধ্যে ১৯.৩৪ শতাংশ ভোট হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয় (সিইও) কার্যালয় অনুসারে সকাল ৭টায় শুরু হওয়া ভোটগ্রহণে সকাল ৯ টা পর্যন্ত আজমগড়ে ১৯.৩৪ শতাংশ এবং রামপুরে ১৮.৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

তথ্য অনুযায়ী ১৮.৩৮ লক্ষেরও বেশি যোগ্য ভোটার আজমগড়ে একজন মহিলা সহ ১৩ জন প্রার্থীর নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। আর ১৭.০৬ লক্ষেরও বেশি ভোটার রামপুরে ছয় প্রার্থীর নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। .এদিকে, সমাজবাদী পার্টি (সপা) প্রধান অখিলেশ যাদব ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের চাপ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়ে বিজেপি সরকার সপা কর্মীদের থানায় বসিয়ে রেখেছে।

জাতীয় সড়কের উপর একটি ছাগল বোঝাই গাড়ি উল্টে আহত ১৪জন

মুর্শিদাবাদ, ২৩ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা হল মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ছাগল বোঝাই গাড়ি উল্টে আহত হয় মোট ১৪জন। গুরুতর আহত অবস্থায় ৯জনকে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে দৌলতাবাদ থানার অন্তর্গত গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম থেকে নদিয়া জেলার ধুবুলিয়া হাটে ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। ছাগল নিয়ে যাওয়ার সময়ে রেজিনগর থানা এলাকায় ছাগল বোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ফলে গাড়িতে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। মোট ১৪জন আহত হন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছয় রেজিনগর থানার পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় ৯জনকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

বঙ্গোপসাগরে ফের ট্রলার ডুবি, নিখোঁজ এক মৎস্যজীবী

কাকদ্বীপ, ২৩ জুন (হি.স.): ইলিশের খোঁজে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আবারও বঙ্গোপসাগরে ট্রলার দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হলেন এক মৎস্যজীবী। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম কালিপদ দাস। তাঁর বাড়ি কাকদ্বীপের অক্ষয়নগরের বসন্তপুর এলাকায়। বুধবার রাতে মাছ ধরার সময় বঙ্গপোসাগরের কেঁদো দ্বীপের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাতেই ১৯ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় দুটি ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ডুবে যায় একটি ট্রলার। অন্য ট্রলারটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ঘাটে ফিরে আসতে এখনও পারেনি।

বুধবার রাতে সুন্দরবনের কেঁদোদ্বীপ থেকে ৫ কিমি গভীরে এফবি সত্যনারায়ণ ও এফবি শ্রীকৃষ্ণ নামে দুটি ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এফবি সত্যনারায়ণ ট্রলারটি। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ সামাল দিতে না পেরে ডুবতে শুরু করে ট্রলারটি। মুহুর্তের মধ্যে ট্রলারটি পুরোপুরি ডুবে যায়। ট্রলারে থাকা ২০ জন মৎসজীবির চিৎকার শুনে তড়িঘড়ি এগিয়ে আসে আশেপাশে মাছ ধরতে থাকা আরও বেশ কয়েকটি ট্রলার। ১৯ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও নিখোঁজ এক মৎস্যজীবী। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

৪ রাজ্যের ৩টি লোকসভা আসনে চলছে উপ-নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): দেশের ৪ রাজ্যের ৭টি বিধানসভা এবং দুই রাজ্যের ৩টি লোকসভা আসনে চলছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। ৭টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ত্রিপুরার চারটি বিধানসভা (আগরতলা, টাউন বর্দোওয়ালি, সুরমা ও জবরাজনগর) কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। ওই আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়াও দিল্লির রাজিন্দর নগর, ঝাড়খণ্ডের মান্দার, অন্ধ্র প্রদেশের আত্মাকুর আসনেও চলছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে ৩টি লোকসভা আসনেও, যথাক্রমে উত্তর প্রদেশের আজমগড় ও রামপুর এবং পঞ্জাবের সাঙ্গরুর। ভগবন্ত মান পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর খালি হয়ে যাওয়া সাঙ্গরুর লোকসভা আসন। তাই উপ-নির্বাচন অবশ্যসম্ভাবী হয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দেশের ৪ রাজ্যের ৭টি বিধানসভা এবং দুই রাজ্যের ৩টি লোকসভা আসনে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। গণনা হবে আগামী ২৬ জুন।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

মাত্র তিন দিনে এই পদ্ধতিতে আপনার ত্বকে ফিরবে ঈর্ষণীয় জেল্লা

নানা কারণে আমাদের ত্বক তার নিজস্ব জেল্লা হারাতে থাকে। অনেকেই ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে নানা রকম ফেসিয়াল প্যাক ব্যবহার করেন। নিশ্চয়ই জানেন, ফেসিয়াল প্যাকে ব্যবহৃত রাসায়নিক সব ত্বকের যত্নের পক্ষে ভালো নয়।

রূপবিশেষজ্ঞদের মতে, ক'দিনের মধ্যেই ত্বককে জেল্লাদার করে তুলতে হলে ভরসা রাখুন ঘরোয়া কিছু যত্নে।

তবে তার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে। সাধারণত ঘরোয়া কিছু নিয়ম মেনে চললেই আগামী তিন দিনের মধ্যেই ত্বককে অনেকটা প্রাণবন্ত করতে পারবেন আপনি। চলুন জেনে নেয়া যাক সেই নিয়মগুলো- কিছু দিন সকাল শুরু করুন খালি পেটে এক গ্লাস জল খেয়ে। শরীরের টক্সিন দূর করতে সবচেয়ে কার্যকর উপায় এটি। চেহারায় চাকচিক্য ফেরানোর কাজ সহজ করবে জল। সঙ্গে খাবারদাবারেও নজর দিন। সঙ্গে এড়িয়ে চলুন অতিরিক্ত তেল-মশলা। আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত কোনো ক্লিনজার বা টোনার ব্যবহার করুন। বাইরে বেরনোর আগে ব্যবহার করুন সেসব। বাইরে বেরনোর সময় শরীরের খোলা অংশে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। মেকআপ করার দরকার পরলে বাড়ি ফিরে অবশ্যই ক্লিনজার ও টোনার সহযোগে ভালো করে মেকআপ তুলে ময়শ্চারাইজার মাখুন। মেক আপ না তুললে সেখান থেকেই ত্বকের ক্ষতি শুরু হয়। অন্তত দু''দিন ফ্রুট প্যাক লাগান মুখে। ফেসপ্যাক তোলার পর অবশ্যই টোনার দেবেন ত্বকে। প্রতিদিন রাতে মধু, টক দই ও ওটসের মিশ্রণ লাগিয়ে রাখুন মিনিট দশেক। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিন মুখ। বিয়েবাড়ি কিংবা কোথাও বেরনোর আগের দিন ত্বককে স্ক্রাব করুন ভালো কোনো এক্সফোলিয়েটিং স্ক্রাব দিয়ে।

আপনার চুলের সব সমস্যার সমাধান দেবে ঢেঁড়স

চুল নিয়ে সবাই কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগে থাকেন। বেশিরভাগই অভিযোগ করেন যে তার চুলগুলো যেন পাটের আঁশ হয়ে গেছে, মাথায় খুশকি, চুলের কোনো উজ্জ্বলতা নেই ইত্যাদি।

চুলের এসব সমস্যার সমাধান রয়েছে আপনার ঘরেই। প্রাকৃতিক এই উপায়ে আপনার চুলের সব সমস্যা খুব সহজেই দূর হয়ে যাবে। তাই অবশ্যই জেনে নেয়া জরুরি সেই উপায়টি সম্পর্কে।

জানলে অবাক হবেন, চুলের এসব সমস্যার সমাধানে ঢেঁড়স হতে পারে উপযুক্ত একটি উপাদান। ঢেঁড়স দিয়ে তৈরি কন্ডিশনারেই চুল থাকবে প্রাণবন্ত। চলুন জেনে নেয়া যাক ঢেঁড়সের কন্ডিশনার ব্যবহারে চুলের কী কী উপকার হবে সেই সম্পর্কে-

চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য অনেকেই নানা ধরনের কসমেটিক ব্যবহার করে থাকেন। তবে বাজারের অধিকাংশ প্রডাক্টে প্রতি আস্থা রাখাও মুশকিল এখন। এছাড়া সাইড ইফেক্টের ভয় তো আছেই। ঢেঁড়সের তৈরি কন্ডিশনার আপনার চুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেবে, ঠিক যেমনটি আপনি চান।

অতিরিক্ত ঘাম ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্তির ছয়টি সহজ উপায়

এ সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া আমাদের ঘর্মাক্ত করে তোলে। গরমে আমাদের বগলও ঘর্মাক্ত হয়। ফলে আমাদের শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধ বের হয়। যা খুবই বিরক্তিকর। ঘামের দুর্গন্ধ কাছের মানুষকেও দূরে ঠেলে দেয়। এ জন্য আমাদের সচেতন থাকা জরুরি।

আপনি যদি ঘাম ও দুর্গন্ধের সমস্যায় ভোগেন, তাহলে আপনাকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।

চলুন জেনে নেয়া যাক সেই পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে-

জল পান করুন

গরমকালে প্রচুর জল পান করা দরকার। এটি শরীরকে শীতল রাখে এবং এভাবে শরীর থেকে ঘাম বের হওয়া রোধ করে। সব সময় সঙ্গে জলের বোতল রাখুন এবং প্রতিদিন অন্তত তিন-চার লিটার জল পান করুন।

সীমিত ক্যাফেইন গ্রহণ

যখন আপনি কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছেন না বা ঘুমঘুম ভাব হচ্ছে, তখন ক্যাফেইন গ্রহণ খুব উপকারী। কিন্তু ঘামের ক্ষেত্রে এটি ভালো নয়। ক্যাফেইন হার্ট রেট বাড়ায় এবং ঘামের গ্রন্থিগুলো অতি-সক্রিয় করে। তাই আপনি যদি কম ঘামতে চান, ক্যাফেইন গ্রহণ সীমিত করুন।

সুতি পোশাক পরুন

গরমকালে ত্বকের স্বস্তির জন্য পোশাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিনথেটিক কাপড় ত্বকের জন্য স্বচ্ছন্দ নয়, ঘাম বেশি শুষে নেয়; যা আপনাকে শুধু অস্বস্তিতেই ফেলে না, বগলকে আরো ঘর্মাক্ত করে। তাই এ সময় সুতি কাপড় এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরা উচিত। তাহলে আপনি কম ঘর্মাক্ত হবেন।

শেভ করুন

গরমে আপনার বগলকে কেশমুক্ত রাখুন। বগল কেশমুক্ত থাকলে আপনি কম ঘর্মাক্ত হবেন। ঘাম থেকে মুক্তির জন্য এটা দারুণ কার্যকর কৌশল। স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এটা উত্তম।

স্নানের পর পোশাক পরতে সময় নিন

স্নানের সময় তাড়াহুড়ো করবেন না। পোশাক পরার ক্ষেত্রেও নয়। আপনি যদি এমন জায়গায় থাকেন, যেখানকার আবহাওয়া স্যাঁতস্যাঁতে ও গরম, তাহলে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। শরীর ভালোভাবে শীতল হওয়ার আগে যদি পোশাক পরেন, তাহলে আপনি অতিরিক্ত ঘর্মাক্ত হবেন। তাই স্নানের পর পোশাক পরার আগে একটু অপেক্ষা করুন। শরীরকে সম্পূর্ণভাবে শীতল হতে দিন। এরপর পোশাক পরুন।

খাদ্যাভ্যাস

জানেন কি, খাবারের কারণেও অতিরিক্ত ঘাম হয়। আপনি যদি লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন, কিছু খাবার খাওয়ার পর ঘাম হয়। তাই এসব খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। উষ্ণ, মসলাযুক্ত খাবার এবং যেগুলোতে উচ্চমাত্রায় চর্বি থাকে সেগুলো খাদ্যতালিকা থেকে বাদ রাখুন। এসব খাবার শরীরকে উষ্ণ করে এবং ঘর্মাক্ত করে। তাই গরমকালে এসব খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। ঢেঁড়সের কন্ডিশনার আপনার মাথার ত্বকের মশ্চেরাইজার হিসেবে কাজ করবে। মাথার ত্বকে খুশকি থাকলে বা চুলকানির সমস্যা থাকলে তা দূর করবে এই কন্ডিশনার।

চুলের রেশমি ভাব সবাই চান। তবে অনেক যত্ন করে শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগানোর পরও চুল যদি নেতিয়ে থাকে বা খড়খড়ে হয়ে থাকে তাহলে সেটা খুব বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা থেকেও মুক্তি দেবে ঢেঁড়স!

ঢেঁড়সের কন্ডিশনার তৈরি ও ব্যবহার পদ্ধতি

ঢেঁড়স এমন একটা সবজি যা খুব সহজেই পাওয়া যায়। চুল কতটুকু বড় এর উপর নির্ভর করে পরিমাণ মতো ঢেঁড়স নিন। ১৫ থেকে ২০ টা মাঝারি ঢেঁড়সে মাঝারি চুলের কন্ডিশনার হয়ে যাবে।

ঢেঁড়সগুলো মাঝারি করে কেটে নিন। এতে ফুটানো ফিল্টার করা জল মেশান। তারপর এটি চুলায় হালকা আঁচে বসিয়ে দিন। যখন ঢেঁড়সের রস বের হয়ে এসে পুরো জলটাকে পিচ্ছিল করে দেবে তখন চুলা বন্ধ করে দিন। ঢেঁড়সের টুকরো গুলো তুলে ফেলে দিন। মূলত এর রসটাই কন্ডিশনার। ঠাণ্ডা করে এটা মাথায় লাগান। চাইলে এতে লেবুর রস বা মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। চুলের আগা থেকে মাথা পর্যন্ত লাগাতে হবে কন্ডিশনারটি। লাগানোর সময় সাবধান থাকতে হবে কারণ এটি খুবই পিচ্ছিল। আধা ঘণ্টা পর স্বাভাবিক নিয়মে শ্যাম্পু করে নিন। তারপর মাথা ধুয়ে চুল শুকিয়ে নিন।

যেসব ব্যথা হতে পারে ক্যান্সারের লক্ষণ

ক্যান্সারকে বলা হয় মরণঘাতি রোগ। বর্তমানে চিকিতার মান উন্নত হওয়াতে অনেক সময় এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লেই কেবল সেরে ওঠা সম্ভব হয়। লক্ষণ টের পেতে দেরি হয়ে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর কিছু করার থাকে না। অসুখটি ছড়িয়ে পড়লে রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

ব্যথা হলো ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় উপসর্গ। কোনো কারণ ছাড়াই শরীরের কোনো কোনো জায়গায় ব্যথা হতে পারে। সেই ব্যথা বাড়তে পারে ধীরে ধীরে। এরকম অবস্থায় পা থেকে মাথা, শরীরের সব স্থানেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই শরীরের কোথাও কোনো ব্যথা দেখা দিলে সতর্ক হোন। কী ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তা বোঝা যাবে রোগীর ব্যথা অনুভব করার ওপর নির্ভর করে। শরীরের কোন জায়গায় ব্যথা করছে, সেই ব্যথা কতটা ছড়িয়ে পড়েছে, ব্যথার তীব্রতা দেখে তা বোঝা যায়। দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র ক্যান্সারের ব্যথা সম্পর্কে বেশিরভাগই সচেতন থাকেন, তবে আরও কয়েক ধরনের ব্যথা আছে যেগুলো আমরা ভালো করে খেয়াল করি না। ক্যান্সারের ব্যথাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জেনে নিন সেগুলো কী-

সোমাটিক ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে এই ব্যথা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান মোচড় দিয়ে ওঠে। নিউরোপ্যাথিক ক্যান্সার থেকে নার্ভের ক্ষতি হলে এই ধরনের ব্যথা হয়। অনেক সময় কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি বা সার্জারির পরেও এই রকম ব্যথা দেখা যায়। নিউরোপ্যাথিকে আক্রান্ত স্থানটা জ্বলে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়। ভিসারাল ভিসেরা বলতে বোঝায় শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে। যেমন- বুক, পেট বা পেলভিস। এসব জায়গায় যেকোনো ব্যথা হলে তাকে ভিসারাল পেইন বলা হয়। এতে আক্রান্ত স্থান থরথর করে কাঁপার মতো অনুভূতি হয়। তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা সাধারণত আঘাতের কারণে স্বল্পমেয়াদী ব্যথা হয়। যার মানে এটা সময়ে সময়ে আসতে পারে এবং যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা কয়েক মাস ধরে চলতে পারে। ক্যান্সারের ব্যথার লক্ষণ বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সারের ব্যথা নিস্তেজ, তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত হতে পারে। এই ব্যথা চলতে পারে একনাগাড়ে। ব্যথার তীব্রতা মাঝারি এবং গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ক্যান্সার কোনো কোষে বৃদ্ধি পেলে বা কোষকে ধ্বংস করে দিলে ব্যথা শুরু হয়।

ব্যথা যদি তীক্ষ্ণ এবং অবিরাম হয় তাহলে চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। চিকিতককে ব্যথার তীব্রতা, ব্যথার অবস্থান, কী ধরনের ব্যথা হচ্ছে, ব্যথা বাড়ায় এমন কিছু আছে কি না সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে হবে। ক্যান্সারের কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। যেমন- চরম ক্লান্তি, হঠাতরক্তপাত, আচমকা ওজন হ্রাস, ত্বকের পরিবর্তন, চামড়া বা ত্বকে আচমকা গজিয়ে ওঠা মাংসপিন্ড।

যেসব কৌশলে আপনার ফ্রিজ ব্যবহারে বিদ্যুতবিল কমবে

গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ফ্রিজ ব্যবহারও। অর্থাতগরমে ফ্রিজে একটু বেশি চাপ যায়। ঠাণ্ডা জল কিংবা দ্রুত পচনশীল খাবারগুলো দীর্ঘসময় ভালো রাখার জন্যও ফ্রিজ ব্যবহার করা জরুরি হয়ে পড়ে। তবে এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে বিদ্যুতবিলও।

জানেন কি, ফ্রিজ ব্যবহার করে বিদ্যু বিল কমানোর কিছু কৌশল আছে।

যা জেনে রাখা খুব জরুরি। এই কৌশলগুলো আপনার বিদ্যুতবিল তরতরিয়ে কমাতে সাহায্য করবে। দেরি না করে চলুন তবে জেনে নেয়া যাক সেই কৌশলগুলো-

■ ফ্রিজের মধ্যে যত ফাঁকা জায়গা থাকবে তাপমাত্রা ধরে রাখার ক্ষমতা তত কমে যাবে। এই জন্য ফ্রিজ এমনভাবে ভরতে হবে যাতে ফ্রিজে শুধু বাতাস চলাচলের জায়গা থাকে। মোট কথা, ফাঁকা ফ্রিজ কখনই চালানো ঠিক নয়।এতে সব সময় বিল বেশি ওঠে।

■ যদি ফ্রিজে রাখার জন্য পর্যাপ্ত জিনিস না থাকে সেক্ষেত্রে ধাতব বস্তু ফ্রিজে রাখতে পারেন। যেমন-পিতলের খালি পাত্র ভরে রাখতে পারেন। এতে তাপমাত্রা ঠিক থাকবে।

■ ফ্রিজের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে জলের বোতলে জলের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে রাখুন। এতেও ফ্রিজের তাপমাত্রা ঠিক থাকবে। তখন যদি লোডশেডিংজনিত সমস্যা হয় তাহলেও খাবার নষ্ট হবে না।

■ ফ্রিজের রেগুলেটারের পাওয়ার যত কম থাকবে বিদ্যুতবিল তত কম উঠবে।

অনেকেই মনে করেন, ফ্রিজ সব সময় চালিয়ে রাখলে ফ্রিজ ভালো থাকে। এমন কোনো কথা নেই। ফ্রিজে জিনিসপত্র না থাকলে এটি বন্ধ রাখুন। গরমের সময় জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য যদি সবসময় ফ্রিজ চালাতে হয় তাহলে ফ্রিজে অনেকগুলো জলের বোতল রাখতে পারেন। এতে তাপমাত্রা ঠিকভাবে ছড়াবে। ফলে ফ্রিজের ভেতরের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ছয় মাসের শিশুকে যেসব খাবার খাওয়ানো জরুরি

মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে শিশুর প্রধান খাবার। তবে যখন শিশুর বয়স ছয় মাস হয়ে যাবে তখন তাকে বাড়তি খাবার দেয়া খুব জরুরি। কেবল বাড়তি খাবার দিলেই হবে না, সচেতন হতে হবে তার প্রতিটি খাবারের প্রতি। যেসব মায়েরা কর্মজীবী; তাদেরকে একটু বেশি সচেতন হতে হবে।

অনেক মায়েরাই জানেন না, এ সময় শিশুর খাবার কেমন হওয়া উচিত।

আবার হঠাতকরে খাবার দিলে শিশুরা খেতেও চায় না। তাই ধীরে ধীরে শিশুদের খাবার খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ অবস্থার নাম "ওয়েনিং"। এ সময় মা এবং পরিবারের সবাইকে যথেষ্ট ধৈর্য ধরতে হবে। ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে শিশুর জিহ্বাতে "টেস্ট বাড" (বিশেষ ধরনের মাংসপেশি যার মাধ্যমে শিশু দুধ ছাড়া বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বুঝতে পারে) তৈরি হয়। তাই খাবার সামান্য হলেও খেতে যেন সুস্বাদু হয়, সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তবে কখনো আশা করবেন না, খাবার মজা হলেই শিশু পুরোটা খেয়ে ফেলবে। আবার শিশুকে কখনো জোর করেও খাওয়ানো উচিত নয়। চলুন এবার জেনে নেয়া যাক ছয় মাসের শিশুকে যেসব খাবার খাওয়াবেন এবং খাওয়ানোর সময় যেসব বিষয় মাথায় রাখবেন- একেক শিশুর চাহিদা ও পছন্দ একেক রকম হয়। পরপর দুই দিন কোনো খাবার না খেলে প্রতিদিন সেই খাবারটি না দিয়ে, এক সপ্তাহ পরে আবার সেই খাবারটি খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। ৬ মাসের পর থেকে শিশুর প্রথম খাবার অবশ্যই শর্করা দিয়ে শুরু করা উচিত। যেমন- নরম ভাত, আলু সিদ্ধ, হজমে সমস্যা না হলে ধীরে ধীরে ফল সিদ্ধ করে দেয়াটা ভালো। যেমন: আপেল, গাজর, আঙুর, পাকা কলা, পাকা পেঁপে, সিদ্ধ মিষ্টি কুমড়া, সুজি ইত্যাদি।

শিশুর খাবার ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ তাহমিনা বেগম বলেন, "শিশুকে প্রতিদিন নতুন রান্না করা খাবার খাওয়াতে হবে। ফ্রিজে রাখা বা বাসি খাবার খাওয়ানো যাবে না। শিশুর খাবার খাওয়ানোর বাটি, চামচ ও যিনি খাওয়াবেন তার হাত অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে।" শিশুকে ছয়-নয় মাস পর্যন্ত অন্য খাবার দিনে তিনবার খাওয়াতে হবে। শিশুকে নতুন খাবার দেয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, শরীরের কোথাও র্যাশ, বমি বা ঢেকুরের পরিমাণ বেশি হচ্ছে কি-না। বাচ্চার কান্নার পরিমাণ হঠাতবেড়ে গেছে বা পেট ফুলেছে, প্রস্রাব-পায়খানায় পরিবর্তন অনুভব করলে সেই খাবার বন্ধ করতে হবে। অবস্থা বেগতিক মনে হলে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ৯-১২ মাস পর্যন্ত শিশুকে খাবার দিতে হবে পাঁচ থেকে সাতবার। এ সময় সবজির খিচুড়ি দেয়াটা খুব উপকারী। সবজি, চাল, ডাল, সয়াবিন তেলে সমস্যা না হলে মুরগির ছোট্ট এক টুকরা মাংস, কলিজা খিচুড়িতে মিশিয়ে খাওয়ান। সবজির মধ্যে আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, গাজর, মূলা, শালগম, পেঁপে খাওয়ানো যেতে পারে। হজমশক্তি ঠিক থাকলে সামান্য ধনেপাতা বা শাক দিয়ে দেখতে পারেন। নতুন খাবারের পদের পরিমাণ অল্প হতে হবে। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়াতে হবে। যেসব শিশু মায়ের দুধের পরিবর্তে গরু বা অন্য কোনো দুধ বেশি খায়, তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয় বেশি। এমন অবস্থায় সবজি খিচুড়ি ও জল খাওয়ানোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। আর বুকের দুধ খাওয়ানোর পরও যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য বেশি হয়, সেসব শিশুর মায়েদের পর্যাপ্ত জল ও শাকসবজি খেতে হবে।

বেশি খাসির মাংস খেলে পেটের ক্যান্সার হতে পারে?

হজম নালির উপরের অংশ হল পেট।যা খাবারকে হজম করিয়ে সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে অন্যান্য অঙ্গে সঞ্চালন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পেটের ক্যানসারের (ঙ্খথদ্রত্বত্রণ) উপসর্গ অস্পষ্ট হয়। পেটের ভিতর গলব্লাডার, প্যানক্রিয়াটিস, পাকস্থলী, কোলন, রেক্টাম, ওভারি ও ইউটেরাস, পেরেটোরিয়াম বা পেটের পর্দার মতো অঙ্গ ক্যানসারে আক্রান্ত হলে তাকে অ্যাবডোমিনাল ক্যানসার বলা হয়।

উপসর্গ - পেটের কোন অঙ্গ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে তার উপর এর উপসর্গ নির্ভর করে। প্রাথমিক পর্যায়ে খিদে কমে যায়, রক্তবমি, পেট ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, মল ত্যাগের সময় রক্তপাত, অকারণে ওজন কমে যাওয়া। এর সঙ্গে ৪০-৪৫ বছর বয়সি মানুষের হঠাতকরে অনিয়মিত বা সারাদিনে একাধিকবার পায়খানা হওয়া কোলন বা রেক্টাম ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। প্রথম পর্যায়ে পেটে ব্যাথা, গ্যাস-অম্বল, বুকজ্বালা, বমি, খাবার গিলতে অসুবিধার উপসর্গ থাকলেও শেষ পর্যায়ে রোগীর জন্ডিস, পেট ফোলা, রক্তবমি হয়।

কেন হয় -

অ্যাবডোমিনাল বা পাকস্থলীর ক্যানসারের কিছু ভাগ থাকে, যা হওয়ার কারণ অজানা। অন্য ভাগে জেনেটিক কারণ হিসাবেও ক্যানসার হয়। এ ছাড়া অত্যধিক খাসির মাংস খাওয়া, ধূমপান, মদ্যপান, অনেকক্ষণ পেট খালি রাখলেও এই ক্যানসার হতে পারে। তাই পাকস্থলীকে সুস্থ রাখতে খুব বেশি করে সবুজ শাকসবজি, জল খাওয়া উচিত। গ্যাস্ট্রাইটিস দীর্ঘদিন বিনা চিকিতায় রেখে দিলে পেটে হেলিকোবেক্টার পাইলরি নামক ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধে। যা পাকস্থলীর ক্যানসারের অন্যতম কারণ।

রোগ নির্ণয় - লক্ষণ অনুযায়ী আলট্রাসোনোগ্রাফি, এন্ডোস্কপি ও কোলনোস্কোপি,এই তিনটি টেস্টের মধ্যে প্রয়োজনীয় টেস্টটি করলে ধরা পড়ে ক্যানসার। কিছু ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল ক্যানসারে কোন অঙ্গটি মারণ রোগে আক্রান্ত সেটি নির্ণয়ের জন্য বায়োপসি করা জরুরি। এন্ডোস্কোপি করা হয় পাকস্থলীর ক্যানসার আশঙ্কা করা হলে, কোলনোস্কোপি করা হয় কোলন ও রেক্টামের ক্যানসার নির্ণায়ক টেস্ট হিসাবে। এই টেস্টগুলি করার সময় বায়োপসির নমুনা নিয়ে নেওয়া হয়। আর পেটের ভিতরের যে সব স্থানে উপরোক্ত টেস্ট করা সম্ভব নয়, সেখানে সিটি স্ক্যান বা ইউএসজির মাধ্যমে ক্ষতস্থান চিহ্নিত করে পেটে ছোট ফুটো করে বায়োপসির নমুনা নেওয়া হয়। অনেকে ভাবেন, বায়োপসি করলে ক্যানসার ছড়িয়ে যায়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

পেটের ক্যানসার দ্রুত বুকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি। তাই সিটি স্ক্যান থোরাক্স নামক টেস্টের মাধ্যমে বুকের পরীক্ষা করে দেখা হয় ক্যানসার ছড়িয়েছে কিনা। বুকে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার অর্থ সেটি ক্যানসারের শেষ পর্যায়।

চিকিতা - প্রথম ও মাঝামাঝি পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে অপারেশনে পেটের ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। কিছু ক্যানসার শেষ পর্যায়ে ধরা পড়লে কেমোথেরাপি তখন একমাত্র উপায়। জরায়ু ও রেক্টাম ক্যানসারের ক্ষেত্রে রেডিয়েশনের বিশেষ ভূমিকা আছে। মাইক্রোসার্জারিই ভাল - বর্তমানে ল্যাপারোস্কোপিক বা মাইক্রোসার্জারি করে অপারেশন করা হয়। এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছভাবে দেখা যায়। পেটে ক্ষত কম হওয়ায় রক্তপাত কম হয়, ব্যথা কম অনুভূত হয়। তাই রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। এতে চিকিতার খরচ কম হয়। রোগীর কর্মক্ষেত্রে তেমন প্রভাব পড়ে না। তবে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনে মেজর সার্জারি করতে হয়। অ্যাবডোমিনাল ক্যানসারে মৃত্যুভয় থাকে না। ডাক্তারি পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থতা অব্যশই সম্ভব।

পেটের কোন অঙ্গ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে তার উপর এর উপসর্গ নির্ভর করে।

অত্যধিক খাসির মাংস খাওয়া, ধূমপান, মদ্যপান, অনেকক্ষণ পেট খালি রাখলেও এই ক্যানসার হতে পারে।

দৈনিক সংক্রমণ ৯৩-হাজারের উর্দ্ধে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৩৯০ জনের

ওয়াশিংটন, ২৩ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের আতঙ্ক যেন আর পিছুই ছাড়ছে না! দৈনিক কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর বাড়ছে আমেরিকায়, মৃত্যুর সংখ্যাও রোজ চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩, ৮৩৭ জন। নতুন করে ৯৩,৮৩৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮, ৪৪৩,৩৯৮-এ পৌঁছেছে।বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩৯০ জনের প্রাণ। নতুন করে ৩৯০ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ১, ০৩৯,৭৭১ জনের। মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৪,১৫৩, ৩৭৯ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩, ২৫০,২৪৮-তে পৌঁছেছে। ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর বেড়েই চলেছে। বুধবার সারাদিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,৩১৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮৩,৯৯০-তে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১০,৯৭২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৩১৩ জন। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ২.০৩ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮৩,৯৯০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,৩০৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৬,৬২,১১,৯৭৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৯৪১ জন (১.২১ শতাংশ)। বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১০,৯৭২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৭, ৩৬,০২৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬০ শতাংশ।

বাণভাসী বাংলাদেশের সিলেট

ঢাকা, ২৩ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশের সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় এখনও পর্যন্ত ৩২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন অনেক মানুষ। বন্যায় ঘড়ছাড়া হয়েছেন প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধারকাজে নেমেছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে নেমেছে বাংলাদেশ প্রশাসন। বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ত্রান পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, সিলেট ও সুনামগঞ্জে সবথেকে বেশি প্লাবিত হয়েছে। সেখানকার মানুষ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতের অসমের বন্যা পরিস্থিতি প্রভাব ফেলেছে বাংলাদেশে। মেঘালয়ের পাহাড় থেকে জল নেমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, সিলেটের ২৫টি এলাকা ভয়ানক প্লাবিত হয়েছে। খাবার, পানীয় জল যোগান পর্যাপ্ত নেই। বন্ধ ইন্টানেট পরিষেবা। কয়েক লক্ষ মানুষ জলবন্দী রয়েছে।

শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে টুইটারে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণদিবসে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, ”ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর পুণ্যতিথিতে স্মরণ করছি। ভারতের একতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর অতুলনীয় প্রচেষ্টার জন্য প্রত্যেক ভারতীয় তাঁর কাছে ঋণী। তিনি ভারতের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা তাঁর স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণদিবসে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, ”ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ছিল জাতীয় ঐক্য, সাংস্কৃতিক উৎসর্গ, শিক্ষা ও উন্নয়নের নতুন ধারণার এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ। বাংলাকে রক্ষা করতে এবং কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাখার সংগ্রামের জন্য তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য প্রত্যেক ভারতীয় ঋণী। তাঁর আত্মত্যাগ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরাও ড় মুখার্জির পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান সম্পদকে লোহার মত কঠোর মনে করতেন। তিনি জানতেন যে, সে সময়ের সরকার যে চিন্তা-চেতনা ও নীতির ভিত্তিতে যাচ্ছে তা দিয়ে দেশের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি জাতির স্বার্থে ক্ষমতার আমোদ ত্যাগ করে দীর্ঘ সংগ্রামের জটিল পথ বেছে নেন। ডক্টর মুখার্জি বিশ্বাস করতেন যে একটি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত কেবল তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মজবুত ভিত্তির উপরই সম্ভব। এজন্য তিনি দেশের সামনে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন। আজ তাঁর সেই চিন্তাই দেশকে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।“

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মূর্মুর মনোনয়নে প্রস্তাবক ওড়িশার দুই মন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ২৩ জুন (হি. স.) : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মূর্মুর মনোনয়নে ওড়িশার দুই মন্ত্রী প্রস্তাবক হবেন। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে কথা বলেছেন।
এর পরে, পট্টনায়েক টুইট করেন, দুই প্রতিমন্ত্রী জগন্নাথ সারকা এবং টুকুনি সাহু দ্রৌপদী মূর্মুর মনোনয়নের প্রস্তাবক হবেন। উভয় মন্ত্রী আজ মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং শুক্রবার মনোনয়নের সময় উপস্থিত থাকবেন।যদিও পট্টনায়েক বর্তমানে ইতালি সফরে রয়েছেন। তিনি এর আগে রাজ্যের সমস্ত বিধায়কদের দলীয় লাইনের ঊর্ধে উঠে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মূর্মুকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ভারতে টিকা পেলেন ১৯৬.৬২-কোটি প্রাপক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন হি.স.) : কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৬.৬২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৬,৬২,১১,৯৭৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ জুন সারা দিনে ভারতে ৬,৫৬,৪১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৯৪,৯৩,৩৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৬,৫৬,৪১০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,৩১৩ জন।

কাশ্মীরে বন্যার সম্ভাবনা ক্ষীণ জলস্তর কমেছে ঝিলম নদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): কাশ্মীরে বন্যার আর বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি কমতেই জলস্তর কমেছে ঝিলম নদীর, উপনদীর। বুধবার ঝিলম নদীর জলস্তর বেড়ে ২২.০৯ ফুটে পৌঁছে গিয়েছিল, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ কাশ্মীরের সঙ্গম গেজে ঝিলমের জলস্তর কমে ১৮.২৯-এ পৌঁছেছে। তবে তিনি বলেছেন, জলস্তর এখনও ১৮-ফুটের ওপরেই রয়েছে।
এখানকার রাম মুন্সিবাগে, ঝিলম নদীর জলস্তর বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ ১৯.৭৭ ফুটের বিপরীতে দুপুরে ১৯.২ ফুট বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। ’দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের স্তর আরও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার আশাম-এ, ঝিলমের জলস্তর ছিল ১২.৫৮ ফুট, যা বিপদসীমার ২ ফুট ওপরে।
জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে মেঘলা থাকবে আকাশ। এদিন শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কার্গিলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মনোনয়ন জমা দেবেন এনডিএ-র রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.) : অপেক্ষা প্রায় শেষ, শুক্রবারই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেবেন এনডিএ জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। দিল্লিতে পৌঁছনোর পর তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।
দিল্লি বিমানবন্দরে এদিন এনডিএ জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, বীরেন্দ্র কুমার ও বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি প্রমুখ।দ্রৌপদী মুর্মুর মনোনয়ন জমা দেওয়ার বিষয়ে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এ বিষয়ে নবীন পট্টনায়েক জানিয়েছেন, ওড়িশার মন্ত্রী জগন্নাথ সারাকা ও টুকুনি সাহু শুক্রবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকবেন।

ছত্তিশগড়ে সিআরপিএফ ক্যাম্পে নকশাল হামলা

রায়পুর, ২৩ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০ নাগাদ নকশাল অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়ার কিরান্দুল এলাকার হিরোলিতে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালায় নকশালরা। জঙ্গল থেকে লুকিয়ে নকশালরা ক্যাম্পে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। সিআরপিএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকেও যোগ্য জবাব দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত, পুলিশ বা নকশাল পক্ষ থেকে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
সিআরপিএফ ক্যাম্পে মাওবাদী হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে দান্তেওয়াড়ার এসপি সিদ্ধার্থ তিওয়ারি বলেন, ক্যাম্পের চারপাশে গুলি চালানো হচ্ছে। হোরোলি এলাকায় ক্রমাগত নকশাল কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিআরপিএফ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এই এলাকাটিকে বিজাপুর সীমান্ত সংলগ্ন নকশালদের মালঙ্গির এলাকা বলে পরিচিত। গাঙ্গালুর এরিয়া কমিটি এবং নকশালদের মালাঙ্গির এরিয়া কমিটি উভয়ই এখানে অপরাধমূলক কাজকর্ম করে চলেছে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে নাজেহাল উত্তরবঙ্গ

কলকাতা, ২৩ জুন (হি.স.): বর্ষার আগমন হয়েছে কয়েকদিন হল, এখনও সেভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে না দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই। বৃষ্টি হলেও পরিমান খুব বেশি নয়। বিগত দু””দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ মেঘলা থাকলেও, বৃহস্পতিবার রোদ উঠেছে। মেঘ-রোদের খেলাও দেখা গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। গুমোট গরমও একটু বেড়েছে।বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। এদিকে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে রীতিমতো নাজেহাল হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

ফের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত উভয়পক্ষের পাঁচ

বাসন্তী, ২৩ জুন (হি.স.): বাসন্তীতে কিছুতেই থামছে না তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। বুধবার রাতে আচমকাই নতুন করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দু””পক্ষের মধ্যে মারামারিতে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদেরকে রাতেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি পূর্ববয়ারসিং মুড়ি পাড়ায়। অভিযোগ, এই মুড়ি পাড়ার বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী তপন নস্করকে বেশ কিছুদিন ধরেই যুব তৃণমূল দল করার জন্য চাপ দিচ্ছেন এলাকার যুব তৃণমূল নেতারা। তাতে রাজি না হওয়ায় বুধবার রাতে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নেতৃত্ব দেয় এলাকার যুব তৃণমূল নেতা বিরেন্দ্রনাথ সর্দার। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত যুব তৃণমূল নেতা। তাঁর দাবি তপন নস্করের ছেলে স্থানীয় একটি মেয়েকে উত্যক্ত করতো।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি : নড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা দাবি করলেন। বৃহস্পতিবার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আজ লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি জিকে তাঁর আত্মবলিদান দিবসে সারা দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমার এবং সকল কর্মীদের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধা জানাই।
এদিন বিজেপি সদর দফতরে মুখার্জির মূর্তির প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ১৯৫৩ সালের এই দিনে ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমরা সকলেই জানি যে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং আমরা সকলেই তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। প্রসঙ্গত, ১৯৫৩ সালের এইদিনে তিনি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মারা যান।

ইসলামপুরে দেখা মিলল বাঘের পায়ের ছাপ, আতঙ্কে স্থানীয়রা

রায়গঞ্জ, ২৩ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার রাত থেকে অজিতবাস কলোনিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বনদপ্তরে খবর দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, সন্ধ্যে এলাকার রাস্তা দিয়ে বাঘের মতো একটি বড় জন্তুকে হঠাৎ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী প্রতাপ সিংহের কথায়, “রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ বাঘের মতো একটা জন্তু দেখতে পাই। চিৎকার করতেই লোকজন ছুটে আসেন। তারপর দেখা যায় গ্রামের একটি গরুও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি একটি কুকুরও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।” স্থানীয় আরেক বাসিন্দা বলেন, “বাঘের পায়ের চিহ্ন মিলেছে। প্রায় এক থেকে দেড় ইঞ্চি পুরু মাটিতে পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। বাঘ ছাড়া অন্য কোন জন্তু হতে পারে না।” খবর দেওয়া হয় বনদফতরে। রায়গঞ্জ বিভাগীয় আধিকারিক কমল সরকার বলেন, “বাঘ দেখা গিয়েছে বলেই একটা খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা পৌঁছেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।” বাঘ হানার খবরে আতঙ্কিত স্থানীয়রা।

কুমোরটুলিতে ফিরেছে পুরনো ব্যস্ততা

কলকাতা,২৩ জুন (হি. স.): ক্যালেন্ডার জানান প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সময় আগত মা দুর্গাকে বরণ করার। হাতে গুনে আর ১০০ দিনও বাকি নেই। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্ট ডাউন। করোনা আবহের বিধি নিষেধ কাটিয়ে চলছি বছর কিছুটা সুস্থ শহর। তাই পুজো নিয়েও ভাবতে শুরু করেছে পুজো কমিটি গুলো। অপরদিকে ব্যস্ততা ফিরেছে কুমোরটুলিতেও।
করোনা আবহে দুবছর ধুকছিল কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। এরই মাঝে পুজোর আগেই বায়না পাওয়া শুরু কুমোরটুলির শিল্পীদেব।কুমোরটুলিব মৃৎশিল্পীদের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর অনেক আগে থেকেই বায়না পাওয়া শুরু হয়েছে। করোনাকালীন খরা কাটিয়ে বিদেশ থেকে এ বছর দুর্গা প্রতিমার অনেক বরাত মিলেছে। এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই তাদের। ২ বছর করোনার কারণে বিদেশে প্রতিমার চাহিদা না থাকলেও এবছর অবস্থা ফিরেছে। কুমোরটুলি থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রতিমা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। অপরদিকে কলকাতার বড়ো বড়ো পুজো প্যান্ডেল গুলো থেকেও আসছে বায়না। ফলে শিল্পীদের মধ্যে ফিরেছে পুরনো ব্যস্ততা।

হাওড়া ব্রিজে দুটি যাত্রী বোঝাই দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১০ জন

কলকাতা,২৩ জুন (হি. স.): হাওড়া ব্রিজে দুটি যাত্রী বোঝাই দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে হাওড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।দুর্ঘটনার জেরে যান চলাচল বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় হাওড়ায় যান চলাচল।
বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া ব্রিজের ৭ ও ৮ নম্বর পিলারের মাঝামাঝি জায়গায় ঘটে দুর্ঘটনা। দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে দুটি বাসেরই সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীদের মধ্যে অন্তত ১০ জন আহত হন। তাঁদের হাতে ও পায়ে চোট লেগেছে। শিয়ালদহ থেকে হাওড়াগামী বাসের চালক ভিতরে বেশ কিছু ক্ষণ আটকে পড়েন। তাঁকেও বের করে এনেছে হাওড়া পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির মধ্যে এক চালকের পায়ে গুরুতর চোট হয়েছে। দুটি বাসেরই চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাস দুটির একটি ২৪ নম্বর রুটের এবং অন্যটি ৫৯ নম্বর রুটের বাস। সাত সকালে ব্যস্ত হাওড়া ব্রিজে এমন দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় যান চলাচল। ঘটনার খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস দুটিকে সরানোর কাজ শুরু করে। ক্রেন দিয়ে বাস দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অফিস টাইমে এমন দুর্ঘটনার জেরে হাওড়া ব্রিজের উপর যানজট তৈরি হয়।যদিও বেশ কিছু ক্ষণ পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

৯ ঘণ্টা দেরিতে হাওড়ায় পৌঁছল দুরন্ত এক্সপ্রেস, ট্রেনে নিম্নমানের খাবার

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : দুরন্ত এক্সপ্রেসে নিম্নমানের খাবারের অভিযোগকে ঘিরে বৃহস্পতিবার হাওড়া স্টেশনে যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান।যাত্রীদের বক্তব্য, ডাউন ১২২৬১ নম্বরের মুম্বাই-হাওড়ামুখী দুরন্ত এক্সপ্রেস বুধবার সন্ধ্যে আটটা নাগাদ হাওড়ায় ট্রেন আসার কথা থাকলেও তা আসে ২৩ জুন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ। প্রায় ৯ ঘণ্টা দেরিতে ঢোকে ডাউন মুম্বাই-হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস। যাত্রীদের আরও অভিযোগ, ২২ জুন দুপুরেও নিম্ন মানের খাবার দেওয়া হয়েছে। বারবার আইআরসিটিসি কর্মীদের জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। ট্রেনে রাতের খাবারে খিচুড়ি খারাপ ছিল বলে অভিযোগ। যাত্রীদের অভিযোগ, ২১ জুন মুম্বাই থেকে বিকাল ৫টায় ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তার বদলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ রাত ১০টায় ট্রেন ছাড়ে। প্রথমে খাবার দেওয়া হয় ঠান্ডা সিঙারা ও চা। এমনকি রাতের খাবারে দেওয়া হয় জলে ভেজা রুটি ও সবজি। দুরন্ত এক্সপ্রেসে এমন খাবার দেওয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দেয় যাত্রীরা।আইআর সিটিসিব কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, ওপর মহল যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, সেরকম খাবারই তাঁরা পরিবেশন করেছেন। দুরন্ত এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনে এমন পরিষেবায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। যাত্রীদের তরফে আইআরসিটিসি-র অভিযোগ প্রদান নোট বুকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শ্যামা প্রসাদ প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা দুই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও মানিক সাহার

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।বৃহস্পতিবার হিমন্ত বিশ্বর্মা টুইটারে লিখেছেন, ”একজন কট্টর জাতীয়তাবাদী, দক্ষ বক্তা এবং ভারতীয় জন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। অখণ্ড ভারতের ধারণার বিরোধিতা করেছিল সংবিধানের বিভাজনমূলক ৩৭০ ধারা। তিনি এটি আরোপের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মা ভারতীর মহান পুত্রকে তাঁর পুণ্যতিথিতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।”.টুইটারে মানিক সাহা লিখেছেন, “ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে ওনার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম।“বৃহস্পতিবার ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের দুই মুখ্যমন্ত্রী।উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইটারে লিখেছেন, “মা ভারতীর অমর পুত্র, জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবসে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ভারতীয় রাজনীতিকে চমৎকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সংমিশ্রিত করেছিলে। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের সকলের জন্য এক অমূল্য অনুপ্রেরণা।”মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান টুইটারে লিখেছেন, “ভারতের খ্যাতি তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক শক্তিতে নয়। বরং তার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, সত্য এবং আত্মের ধারণার মাধ্যমে মানবতার সেবায় নিবেদিত ছিলেন শ্যামা প্রসাদ জি। মা ভারতীর পুত্র, জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর বলিদান দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই!”
প্রয়াণদিবসে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী এবং মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফডনবীশ। “ভারতমাতা উপবিষ্ট শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। এই ছবি-সহ বৃহস্পতিবার টুইটারে দেবশ্রী চৌধুরী লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা, জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী”র বলিদান দিবসে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।“ মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বৃহস্পতিবার টুইটারে লিখেছেন, “আমাদের মহান নেতা, আমাদের অনুপ্রেরণা, ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর বালিদান দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা।“

সোনিয়ার আবেদন মঞ্জুর, জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে ইডির দফতরে হাজিরা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অসুস্থতার কারণে আপাতত হাজিরা দিতে পারবেন না বলে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ইডিকে মেল করে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। সূত্রের খবর, জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে সোনিয়া গান্ধী ইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারেন।কোভিডের উপসর্গ নিয়ে গত ১২ জুন দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি হন সোনিয়া। ওইদিনই তাঁর নাক থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হতে থাকে। হাসপাতালে ভর্তির পরই দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয়। পরে তাঁর শ্বাসনালীতেও সংক্রমণ ধরা পড়ে। গত বৃহস্পতিবার সোনিয়ার একটি ছোট অস্ত্রোপচারও হয়। সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও চিকিৎসকরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পূর্বঘোষণা মতো সোনিয়ার এদিন ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলা একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে থার্মাল স্ক্রিনিং করে করা হয়।

ব্রিকস দেশগুলির সহযোগিতায় নাগরিকরা সুবিধা পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) গ্রুপিংয়ের সদস্য দেশগুলি গত কয়েক বছরে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সফল হয়েছে। আমাদের নাগরিকরা অনেক ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা থেকে উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত ১৪ তম ব্রিকস সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আজ টানা তৃতীয় বছরের জন্য আমরা কোভিড মহামারীর চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভার্চুয়াল আকারে বৈঠক করছি। যদিও মহামারীর প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী হ্রাস পেয়েছে, তবুও এর অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশ্ব অর্থনীতিতে এখনও দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব অর্থনীতির বিষয়ে ব্রিকস সদস্যদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্বব্যাপী কোভিড-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে পারে। আমি নিশ্চিত যে আমাদের আজকের আলোচনা, আমাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার উপায়গুলি সুপারিশ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে ব্রিকস দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে নাগরিকরা উপকৃত হয়েছেন। ব্রিকস ইয়ুথ সামিট, ব্রিকস স্পোর্টস, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের মধ্যে যোগসূত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা আমাদের জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করেছি। তিনি বলেন, আমরা গত কয়েক বছরে ব্রিকসে কাঠামোগত পরিবর্তন করেছি। আনন্দের বিষয়, ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি জেইর বলসোনারো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।

দুর্গাপুরে গার্ডওয়ালহীন সেচ ক্যানেলে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু যুবকের

দুর্গাপুর, ২৩ জুন (হি. স.) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িসহ ক্যানেলের জলে পড়ে মৃত্যু হল যুবকের। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের রায়ডাঙ্গা এলাকায় রায়ভান ক্যানেলে। ঘটনায় আহত হয় আরও একজন। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সৌমিত্র রায় (২৪)। দুর্গাপুর বীরভানপুর এলাকার বাসিন্দা। পেশায় চাল ব্যাবসায়ী। আহত তার বন্ধু অর্নব পাল কাঁকসার বিহারপুরের বাসিন্দা। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনায় জানা গেছে, সৌমিত্র"র বাবা কাঞ্চন রায় ডিপিএল"র কর্মী ছিলেন। প্রায় ১২ বছর আগে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর সৌমিত্রর মা সাধনা রায় চাকরি পান। মা ও ছেলে বাড়িতে থাকতেন। বুধবার রাত্রে সৌমিত্র নিজে চারচাকা গাড়ি চালিয়ে তাঁর বন্ধু অর্ণব পাল"কে নিয়ে পানাগড় গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ি ফিরছিল। ওই সময় তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রায়ভান ক্যানেলের জলে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালায় এবং পুলিশে খবর দেয়। কচুরীপানায় ভর্তি থাকা তাদের উদ্ধার করতে সমস্যায় পড়ে এলাকাবাসী।

খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা সৌমিত্রকে মৃত বলে ঘোষনা করে। এবং অর্নবকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর ক্ষোভ ফেটে পড়ে বাসিন্দারা। আশপাশের গ্রামবাসীরা জানান, দুর্ঘটনাস্থল বিপদজ্জনক। কাঁকসা সিলামপুর থেকে বিহারপুর হয়ে দুর্গাপুর আসার একমাত্র ওই রাস্তাটি প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি সংকীর্ণ। রায়ডাঙ্গা"র ওই অংশে রায়ভান ক্যানেলের একটি কার্লভাট রয়েছে। ওই কার্লভাটের এক পাশের গার্ডওয়াল দীর্ঘদিন আগে ভেঙে পড়েছে। গার্ডওয়াল না থাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এদিন সৌমিত্র ও তাঁর বন্ধু। অবিলম্বে গার্ডওয়াল তৈরী করা দরকার। দুর্গাপুর পুরসভার চার নম্বর বোরো চেয়ারম্যান সুনীল চট্টোপাধ্যায় জানান, ' যে কোনও মৃত্যু বেদনাদায়ক। আমরাও মর্মাহত। খুব শীঘ্রই ওই ক্যানেলে গার্ডওয়াল তৈরী করা হবে।'

ইন্দোরের ভৈরব ঘাটে বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন হত, আহত ১৭

ইন্দোর, ২৩ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিকেলে ইন্দোরের সিমরোল থানা এলাকার ভৈরব ঘাটে ইন্দোর থেকে খান্ডোয়াগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০ ফুট গভীরে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৭ জনেরও বেশি। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

সিমরোল থানার আধিকারিক আরএস ভাদৌরিয়া জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ইন্দোর থেকে খান্ডোয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া মহাকাল ট্রাভেলসের বাসটি ভৈরব ঘাটে অনিয়ন্ত্রিতভাবে উল্টে ৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। পথচারীদের খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের ১০৮ নম্বর অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাসে ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিল। দুর্ঘটনায় পাঁচজন মারা যান এবং ১৭ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার পর সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং ঘটনাস্থলে মানুষের ভিড় জমে যায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে একটি টুইটের মাধ্যমে দুর্ঘটনার জন্য শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ইন্দোরের সিমরোলের কাছে একটি বাস দুর্ঘটনায় বহু মূল্যবান মানুষের অকালমৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর পাওয়া গেছে। বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিকেল ৫টা পর্যন্ত আজমগড়, রামপুরে ভোট পড়ল ৪১.৬৬ শতাংশ

লখনউ, ২৩ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের আজমগড় এবং রামপুর লোকসভা উপনির্বাচনে ৩৫.৪৫ লাখ ভোটারের মধ্যে ৪১.৬৬ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের মতে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত আজমগড়ে ৪৫.৯৭ শতাংশ এবং রামপুরে ৩৭.০১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

তথ্য অনুযায়ী ১৮.৩৮ লক্ষেরও বেশি যোগ্য ভোটার আজমগড়ে একজন মহিলা সহ ১৩ জন প্রার্থীর নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। আর ১৭.০৬ লক্ষেরও বেশি ভোটার রামপুরে ছয় প্রার্থীর নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

সমাজবাদী পার্টি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে, সুয়ার নগর পঞ্চায়েতে আধার কার্ডের ভিত্তিতে ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না।

আরও অভিযোগ করেছে, বিজেপির নির্দেশে ভোটকে প্রভাবিত করতে গোপালপুর, সাগরী, মুবারকপুর, আজমগড় এবং মেহনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ভোট কেন্দ্র থেকে বুথ এজেন্টদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এইমস-র ডিরেক্টর ডঃ রণদীপ গুলেরিয়া তিন মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) নয়াদিল্লির ডিরেক্টর ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়ার মেয়াদ আগামী তিন মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হল।

এর আগে মার্চে গুলেরিয়ার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। তিনি এখন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

এইমস অনুসারে, ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়াকে ২৮ মার্চ, ২০১৭-এ পাঁচ বছরের জন্য ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গুলেরিয়ার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২২ সালের মার্চে। পরবর্তী ডিরেক্টরে এইমস-র সিলেকশন কমিটি তিনটি নামে স্ট্যাম্প লাগিয়ে কেন্দ্রের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল। এখান থেকে তালিকা অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। তালিকায় এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের প্রধান ড় নিখিল ট্যান্ডন, এআইআইএমএস ট্রমা সেন্টারের প্রধান ড় রাজেশ মালহোত্রা এবং গ্যাস্ট্রো-এনট্রোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড় প্রমোদ গর্গের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমেরিকায় এবার ট্রেনে চলল গুলি, হতাহত ২ জন

ওয়াশিংটন, ২৩ জুন (হি.স.): আমেরিকায় শুটআউট অব্যাহত। এবার ট্রেনে চলল গুলি। বুধবার সকাল সান ফ্রান্সিসকোর মিউনি ট্রেনে হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। এতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম আরও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ফেরার বন্দুকবাজ। সম্প্রতি আমেরিকাজুড়ে একের পর এক শুটআউটের ঘটনা ঘটছে। বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় আবার গুলি চলল আমেরিকায়। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল সান ফ্রান্সিসকোর মিউনি ট্রেনে হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। সকালে ট্রেনটি ছেড়েছিল মিউনি ফরেস্ট হিল স্টেশন থেকে। গন্তব্য ছিল কাস্ট্রো। গন্তব্যে পৌঁছনোর পর পুলিশ গুলিবিদ্ধ দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দেখা যায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপরজন গুরুতর চোট পেলেও প্রাণহানির আশঙ্কা নেই। কাস্ট্রো স্টেশনে নেমে গাঢাকা দিয়েছে হামলাকারী। তার নাম, পরিচয় এখনও অজানা বলছে সান ফ্রান্সিসকোর পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত ব্যক্তি এবং বন্দুকবাজ একে অপরের পূর্ব পরিচিত। দুজনের মধ্যে আগে থেকেই সমস্যা চলছিল। সেই সূত্র ধরেই ট্রেনে উঠে গুলি চালায় অভিযুক্ত। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। হামলার নিন্দা করে দেশের আগ্নেয়াস্ত্র আইনের পরিবর্তন আনার দাবি জানিয়েছেন সান ফ্রান্সিসকোর সেনেটর স্কট উয়েনার। তিনি জানিয়েছেন, "দেশে যতদিন সহজেই আগ্নেয়াস্ত্র মিলবে, ততদিন এধরনের ঘটনা ঘটবে।" সান ফ্রান্সিসকোর ঘটনা তার প্রমাণ। তিনি আরও জানান, "ক্যালিফোর্নিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র আইন সবচেয়ে কঠোর। আমরাও কঠোর আইন কার্যকর করার চেষ্টা করছি। তবে এ বিষয়ে মার্কিন কংগ্রসকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে।"

এনিয়ে সম্প্রতি বেশ কয়েকবার গুলিচালনা ও প্রাণহানির ঘটনার সাক্ষী রইল আমেরিকা। কখনও চার্চে ঢুকে, কখনও স্কুলে, কখনও আবার শপিং মল অথবা ভিড়ের মাঝে বন্দুক হাতে দাপট চলছেই। সেখানকার বন্দুক আইন সংশোধন নিয়ে যতই আলোচনা হোক, সুফল মিলছে না কিছুতেই।

ভিমরুলের আক্রমণে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। বিশালগড় এর দক্ষিণ চড়িলাম এলাকায় ভিমরুলের আক্রমণে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এক শ্রমিক। অসুস্থ হয়ে পড়া শ্রমিকের নাম বিমল দেবনাথ।

ভিমরুলের ছোবলে আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে বিমল দেবনাথ বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যায়, ওই শ্রমিক কাজ করতে গেলে আচমকা ভিমরুল তাকে ঘিরে ফেলে।

তাদের রোষাণল থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি বিমল দেবনাথ নামে ওই শ্রমিক। তাকে মারাত্মকভাবে জখম করে উশৃংখল ভিমরুলের দল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির বর্তমানে সুস্থ আছেন।

বহু কর্মী

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছে তিপরা মথার কর্মীরা। তিপরা মথার কর্মীরা মনে করেছিলেন যে বিজেপি হয়তো ইভিএম ছিনতাই করতে পারে। পরে নিরাপত্তা কর্মীরা তিপরা মথার কর্মীদের বুঝিয়েসুঝিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। খবর পেয় ধলাই জেলার পুলিশ সুপার সেখানে যায় এবং বিজেপির কর্মীদের সাথে কথা বলেন। বিজেপির কর্মীরা জানিয়েছেন, তাদের উপর লাঠিচার্জের সঠিক বিচার না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে। এদিনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, মানুষ দৃঢ়তার সাথে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে, চারটি আসনেই বিজেপি প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে অস্ত্র নিয়ে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর হামলার চেষ্টা হয়েছিল। পুলিশ সেই অস্ত্র উদ্ধার করেছে। ওই ঘটনায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের প্ররোচনার প্রমাণ মিলেছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেস পুন:ভোটের দাবি জানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।সাথে তিনি যোগ করেন, কিছু স্থানে সন্ত্রাসের ভুয়ো খবর ছড়ানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিজেপি সমস্ত কিছুর খবর সংগ্রহ করছে। তবে, সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে ছয় জন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। পুলিশ ওই ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

আত্মহত্যা করেছে বলে ছেলে সহ স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন।

কৈলাসহর থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছে। বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আজ উপনির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা খুবই সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু, পুলিশের একাংশের পক্ষপাতমূলক আচরণে পুন: ভোটের প্রয়োজনীয়তা পড়েছে।

বিকল্প দাবি

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্য।

তাঁর দাবি, আমরা একাধিক কর্তৃপক্ষের কাছে হিংসা ও হয়রানির বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে ১৪৪টি অভিযোগ নথিভুক্ত করেছি। যদি প্রয়োজন হয়, আমরা আইনগতভাবে এটি গ্রহণ করতে পারি। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় শাসক দল জোর দিয়ে করে ২০২৩ সালের নির্বাচনের আগে ত্রিপুরার উপনির্বাচন "সেমি-ফাইনাল"। তাহলে আমরা তাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত। কারণ এবার জনগণ তাঁদের ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। এটাই প্রমাণ করে, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি কী পরিমাণ চাপে থাকবে এবং তৃণমূল সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

একা যাওয়ার সময় রেলের আওয়াজ শুনতে পারেনি। কেননা সে কথা বলতে পারে না কানেও শুনতে পায় না। সে কারণেই হয়তো রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে। রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মূকবধির যুবতীর মৃত্যু সংবাদে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শাসক দল

● প্রথম পাতার পর

কুমার সাহা বলেন, আবারও প্রমাণিত হয়েছে শাসক দল ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভোট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যেও প্রাক্তনের ভূমিকা দেখা গেছে। তাঁর দাবি, মানুষের মধ্যে জাগরণ তৈরি করতে পেরেছি। তার প্রতিফলন আজ নির্বাচনে দেখা গেছে। তিনি জোর গলায় বলেন, ভোট পর্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কারণ, বিরোধীরা সম্মিলিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে চাপ না দিলে ভোট প্রহসনে পরিণত হতো।

ঘটনায় উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

বাধা প্রতিরোধ করে ভোট দিতে যাওয়ার সময় তিনি ছুরিকাহত হন। তাঁর পেটে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে জি বি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর পেটে সেলাই করতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি জি বি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সমর্থিত দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে বাধা দিয়েছেন এবং প্রাণে মারার চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা প্রথমে তাঁদের পথ আটকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। আমরা তাতে রাজি না হওয়ায় এক দুষ্কৃতী ছুরি মেরে আমার স্বামীর পেটে আঘাত করেছে। তাঁর প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে। ওই ঘটনায় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা দু:খ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে এধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। তবে, বিক্ষিপ্ত একটি ঘটনা দিয়ে সারা ত্রিপুরায় নির্বাচনের পরিস্থিতি বিচার করা উচিত হবে না। ভোট সর্বত্র শান্তিপূর্ণ চলছে।

এদিকে, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৫ নম্বর বুথের ভোটার নানু চৌধুরী ভোট দিতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতী হামলার শিকার হন। দুষ্কৃতীরা তাঁকে নদীতে ফেলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এনডিআরএফ একটি বিশেষ টিম তাঁকে খুঁজতে নদীতে তল্লাশি শুরু করেছে।

তেমনি, ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে ভোট দিতে যাওয়ার সময় বাধাপ্রাপ্ত হন বাবা ও ছেলে। তাঁরা দুষ্কৃতী হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মাস্টার পাড়া দিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতিকারীরা বাধা দেন। তাঁদের বাধা এড়িয়ে আসতে গিয়েই মার খেতে হয়েছে। বৃদ্ধ বাবা মুখে আঘাত লেগেছে এবং ছেলের জামা ছিড়ে ফেলেছেন দুষ্কৃতিকারীরা এমনই অভিযোগ উঠেছে।এদিকে, ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে তুলসীবতী স্কুলে ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে এসে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনৈক ভোটারের। সেন্ট্রাল রোড এলাকার বাসিন্দা সুখেন্দু সাহা বলেন, বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ভোট দিতে এসেছিলাম। বেরিয়ে দেখি গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গা। পুলিশের সামনে ওই ঘটনা কিভাবে ঘটেছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। তেমনি, বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলে ভোট দিতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের হামলায় রিক্সা থেকে পড়ে যান দুই প্রবীণ ভোটার। বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে ষাটোর্ধ ছেলে রিক্সা দিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। তবুও, তাঁরা থামেননি দেখে দুষ্কৃতিকারীরা রিক্সায় ধাক্কা দেন। তাতে তাঁরা দুজনেই রিক্সা থেকে পড়ে যান। অবশ্য, কেউই আঘাত পাননি বলে জানিয়েছেন ওই প্রবীণ ভোটার।

আজ ভারত কেশরী ডা: শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে ভোট দিয়েছেন বিজেপির দুই প্রার্থী ডা: মানিক সাহা এবং ডা: অশোক সিনহা। তবে, ডা: মানিক সাহা ভোট দেওয়ার পুড়বে লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। সস্ত্রীক ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ডা: অশোক সিনহাও সকলের সাথে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এদিন ভোটকেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কারণ, ২০১৮ সালের পূর্বে ত্রিপুরায় এমন প্রচলন ছিল না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই প্রথা শুরু করে দিয়ে গেছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও তার ব্যতিক্রম হননি।

ক্রীড়া

মহড়ার ম্যাচে বিরাটদের সঙ্গে লড়াই বুমরাদের

সেই মার্চ মাসে শ্রীলঙ্কা সিরিজের পরে আর লাল বলের দ্বৈরথে নামেনি ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বার্মিংহ্যাম টেস্টের আগে একটি মাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ পাচ্ছে রোহিত শর্মার দল। চার দিনের এই ম্যাচ শুরু হচ্ছে আজ, বৃহস্পতিবার থেকে লেস্টারশায়ারে।

তার আগে নেটে অনুশীলনে মগ্ন থাকতে দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের। কোহলির নেট প্র্যাক্টিসের একটি ভিডিয়ো গণমাধ্যমে তুলে ধরে লেস্টারশায়ার ক্লাবের পক্ষে লেখা হয়েছে 'মাস্টার অ্যাট ওয়ার্ক।' অর্থাৎ, নেটে 'মাস্টার ক্লাস' চলছে। এ দিন অনেকটা সময় ব্যাট করেছেন অধিনায়ক রোহিতও।

ভারতীয়দের নেটে বেশ কয়েক জন স্থানীয় বোলারকে এ দিন দেখা গিয়েছে। যাঁদের মধ্যে পেসার থেকে অফস্পিনার ছিলেন সবাই। এঁরা সবাই লেস্টারশায়ারের ক্রিকেটার। এই লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধেই খেলতে নামবে ভারত। তবে এই প্রস্তুতি ম্যাচের আকর্ষণ হতে পারে যশপ্রীত বুমরাদের সঙ্গে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের লড়াই। বুধবার রাতে লেস্টারশায়ারের পক্ষে জানানো হয়, ভারতের চার ক্রিকেটার চেতেশ্বর পুজারা, ঋষভ পন্থ, যশপ্রীত বুমরা এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ খেলবেন লেস্টারশায়ারের হয়ে। ভারতীয় বোর্ড এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে ভারতের সবাই এই প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারেন। দু'দলে ১৩ জন করে ক্রিকেটার থাকবেন।

গত বছর করোনার কারণে টেস্ট সিরিজ অসমাপ্ত রেখেই ফিরতে হয়েছিল ভারতকে। অসমাপ্ত সেই সিরিজে ভারত এগিয়ে ২-১। সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতেই এ বার রোহিতের নেতৃত্বে এসেছে ভারতীয় দল। কিন্তু গত বছরের ইংল্যান্ড দল থেকে যে রকম পরিবর্তন হয়েছে, সে রকম ভারতীয় দলেও কিছু বদল হয়েছে। বাদ পড়া চেতেশ্বর পুজারা চেষ্টা চালাচ্ছেন আবার জাতীয় দল ফিরে আসার। কোহলির ব্যাটেও রান নেই। যে কারণে দু'জনের কাছেই এই প্রস্তুতি ম্যাচের গুরুত্ব অনেক। প্রস্তুতি ম্যাচে পুজারাকে আবার সামলাতে হবে মহম্মদ শামি, উমেশ যাদবদের।

পুজারা যে রকম ভারতীয় একাদশে নিজের জায়গা পাকা করতে চাইবেন, সে রকম কোহলিও চাইবেন টেস্টের আগে রানে ফিরতে। পুজারা অবশ্য কাউন্টি ক্রিকেটে দুরন্ত ব্যাট করে আগমনী বার্তা দিয়ে রেখেছেন। তাঁকে এ দিন বিশেষ করে স্লিপ ক্যাচিংয়ের অনুশীলন করানো হল। যা দেখে মনে হতেই পারে, টেস্টের প্রথম একাদশের জন্য পুজারার নামটা ভারতীয় দল পরিচালন সমিতির মাথায় আছে। এ দিন আবার প্রচারমাধ্যমের একটা অংশে ছড়িয়ে পড়ে, ইংল্যান্ডে নামার পরে কোহলির নাকি করোনা ধরা পড়েছিল। নেটে দীর্ঘ সময় ব্যাট করে যে জল্পনাকে মাঠের বাইরে ফেলে দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

প্রস্তুতি ম্যাচে কোচ রাহুল দ্রাবিড় নিশ্চয়ই দেখে নিতে চাইবেন, রোহিতের সঙ্গী ওপেনার কে হবেন। কে এল রাহুল চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় এই প্রশ্ন এখন জেগে উঠেছে। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে শুভমন গিলই এগিয়ে রোহিতের সঙ্গী হওয়ার দৌড়ে। আইপিএলে ভাল খেলা শুভমন লাল বলের ক্রিকেটে কেমন খেলেন, তা নিশ্চয়ই দেখে নিতে চাইবেন কোচ। ইংল্যান্ডে ডিউকস বল যে কোনও সময় যা কিছু করতে পারে, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন পুজারা। তবে নতুন ডিউকস বল খেলার সময় যে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। পুজারার কথায়, "নতুন ডিউকস বল কিন্তু একটু বেশি নড়াচড়া করবে।"

রঞ্জি ফাইনাল মুম্বাইকে থামিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড নিতে মরিয়া মধ্যপ্রদেশ

বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ২৩ জুন।। পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচ। এক ম্যাচেই হিসেব পাকা। স্বাভাবিক কারণে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকা অত্যন্ত জরুরী। দুই ইনিংসের শেষে ম্যাচের সরাসরি ফয়সালা অনেকটা কম ম্যাচেই হয়েছে। মোটকথা, মুম্বাইকে মোক্ষম জবাব দিতে চলেছে মধ্যপ্রদেশ। রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুম্বাই লড়ছে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। মুম্বাই শিবিরের অবশ্য ৪১ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ঝুলিতেও রয়েছে পাঁচবারের মুকুট জয়ের গৌরব গাঁথা। করোনা আবহে এক বছর বন্ধ থাকার পর এবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে মধ্যপ্রদেশ এখনো ২৫১ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে অবশ্য তাদের ৯ উইকেট বর্তমান। মুম্বাই এর আগে প্রথম দিন অর্থাৎ বুধবারের সংগৃহীত ২৪৮ রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে ৩৭৪ রানে প্রথম ইনিংস ক্ষান্ত করে। প্রথম দিনে ৫ উইকেটের পতন ঘটেছিল। অবশিষ্ট ৫ উইকেট আজ ৩৭.৪ ওভারে ১২৬ রান যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে এস.এম খানের ১৩৪ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। ২৪৩টি বল খেলে খান ১৩টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করে। প্রথম দিনের স্কোর কার্ডে যশস্বী ভূপেন্দ্রর ৭৮ রান এবং অধিনায়ক পৃথ্বী শাহ''র ৪৭ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। মধ্যপ্রদেশের গৌরব যাদব ১০৬ রানে চারটি, অনুভব আগরওয়াল ৮১ রানে তিনটি এবং সারাংশ জৈন ৪৭ রানে ২টি উইকেট পেয়েছে। কুমার কার্তিকেয় প্রথম দিনেই একটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ওপেনার যশ দুবে ৪৪ রানে এবং ফার্স্ট ডাউনে শুভম শর্মা ৪১ রানে উইকেটে রয়েছেন। যদিও নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিমাংশু মন্ত্রী ৩১ রানে তুষার দেশপান্ডের বলে লেগ বিফোর হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। আগামীকাল, শুক্রবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রদেশ ২৫১ রানে পিছিয়ে থেকে স্কোরকার্ডে ১২৩ রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করবে।

প্রিন্সেস কাপ ভলিবলে অংশ নিতে জাতীয় দল এখন থাইল্যান্ডে

ভুবনেশ্বর, ওড়িশা, ২৩ জুন।। থাইল্যান্ডে প্রিন্সেস কাপ ভলিবল শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। আন্তর্জাতিক মানের এই ভলিবল আসরে অংশ নিচ্ছে ভারত। নির্বাচিত সিনিয়র মহিলা দল এই আসরে অংশ নিতে বুধবার, ভুবনেশ্বর থেকে রওনা হয়েছে। ইতিমধ্যে পুরো জাতীয় দল থাইলেন্ডে অবস্থান করছে। আগামীকাল থেকে থাইল্যান্ডের নাখন প্যাথম-এ শুরু হচ্ছে প্রিন্সেস কাপ তৃতীয় বারের মতো এশিয়ান ভলিবল কনফেডারেশন মহিলাদের চ্যালেঞ্জ কাপ ভলিবল টুর্নামেন্ট। ছয় দিনব্যাপী এই আসর চলবে ২৯ জুন পর্যন্ত। ভলিবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া''র উদ্যোগে ওড়িশা ভলিবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় গত ২২ এপ্রিল থেকে আট সপ্তাহ ব্যাপী আয়োজিত আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির থেকে একাধারে ১৪ জন খেলোয়াড় এবং চারজন অফিশিয়ালকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রখ্যাত কিটইউনিভার্সিটির পৃষ্ঠপোষকতায় বিজু পট্টনায়ক ইনডোর স্টেডিয়ামে ক্যাম্পাস-১৩ এ ২০ জন বাছাইকৃত খেলোয়ারদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবির ২২ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভুবনেশ্বর থেকেই ১৪ জন খেলোয়াড় ও চারজন অফিশিয়াল সহ জাতীয় দল সরাসরি থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এদিকে খ্যাতনামা কিটএবং কিসইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা তথা সাংসদ এবং ভলিবল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি প্রফেসর ডঃ অচ্যুত সামন্ত জাতীয় দলের খেলোয়ারদের নাম ঘোষণা, প্রয়োজনীয় কিটসপ্রদানের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক মানের এই আসরে জাতীয় দলের সাফল্যও কামনা করেছেন। জাতীয় দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো: রানী গুঞ্জন, আর. অশ্বথী, কে. দেবিকা দেবরাজন, এন এস সারন্য, সুপ্রিয়া এস, কে. এস. জিনি, নির্মলা (দলনেতৃ), এম শ্রুতি, জনসন জিন্সি, কে.পি. অনুশ্রী, অনুশ্রী ঘোষ, অম্বিকা, এঞ্জেল যোসেফ, অনন্যা দাশ। অফিসিয়াল হিসেবে রয়েছেন ম্যানেজার - বিজয়পাল সিং, হেড কোচ - চৌহান প্রীতম সিং, সহকারী কোচ - বৈশালী ফাড়তারে, রেফারি - রামেশ্বর চৌহান।

কাউন্টি খেলেই ছন্দে, বলে দিলেন আত্মবিশ্বাসী পুজারা

মাঝের একটা সময় খারাপ ফর্মের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন ভারতীয় দল থেকে। এর পরে কাউন্টি ক্রিকেটে সাসেক্সের হয়ে অসাধারণ ব্যাটিং করে আবার প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন তিনি। সেই চেতেশ্বর পুজারা বুধবার বিসিসিআই টিভিতে দেওয়া খোলামেলা সাক্ষাৎকারে জানিয়ে দিলেন, তিনি ছন্দ ফিরে পেয়েছেন।

কাউন্টি ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা: সাসেক্সের হয়ে মরসুমটা আমি খুব উপভোগ করেছি। দারুণ সব সতীর্থ পেয়েছি। ব্রাইটন শহরটাও আমার খুব ভাল লেগেছে। ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগত।

ছন্দে ফেরার লক্ষ্যপূরণ: আমার লক্ষ্যই ছিল যত বেশি সম্ভব প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা। লক্ষ্য ছিল নিজের ছন্দ ফিরে পাওয়া। মনঃসংযোগটা ফিরে পাওয়া। আর সেটা পেতে গেলে জানতাম আমাকে বড় ইনিংস খেলতে হবে। সাসেক্সের হয়ে খেলতে নেমে আমি লম্বা ইনিংস খেলার সুযোগ পেয়েছি। আর সেটাই আমার ছন্দ ফিরিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে কাউন্টির সময়টা আমি দারুণ উপভোগ করেছি।

ডার্বির বিরুদ্ধে দ্বিশতরান: ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ওই ইনিংসটা (অপরাজিত ২০১) খেলার পরেই বুঝে যাই, ছন্দ ফিরে পেয়েছি। মনঃসংযোগ এবং অন্যান্য জিনিসগুলোও ঠিকঠাক হতে থাকে।

কাউন্টির অভিজ্ঞতা: অনেক কিছুই শেখার আছে। আমি যদিও প্রচুর প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছি, কিন্তু মাঠে সময় কাটানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সুযোগটাই পেয়েছিলাম আমি। সাসেক্সে আসার আগে দেশেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছি। সৌরাষ্ট্রের হয়ে রঞ্জি খেলেছি। মনে হচ্ছিল, ছন্দটা ফিরে পেয়েছি। প্রয়োজন ছিল একটা বড় স্কোরের। যেটা ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে পেয়ে যাই। আর তখনই বুঝে যাই, সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। আমার ফুটওয়ার্ক ঠিকঠাক হচ্ছে, ব্যাকলিফে কোনও সমস্যা নেই। এর পরে আমি ক্রিকেটটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। এই খেলাটাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।

আসন্ন পরীক্ষা: সিরিজে আমরা ২-১ এগিয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু জানি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াইটা কঠিন হতে যাচ্ছে। এই টেস্ট ম্যাচটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। অনেক দিন বাদে আমরা লাল বলের ক্রিকেট খেলছি। আমাদের নিজেদের শক্তিটা বুঝতে হবে। একটা ভাল দিক হল, আমরা অনেক আগে এখানে এসে পৌঁছেছি। তাই সবাই প্রস্তুতির সময়টা পাচ্ছে। আমাদের বুঝতে হবে, ইংল্যান্ডের মাঠে শেষ চার-পাঁচটা টেস্টে কী ধরনের ক্রিকেট খেলেছি। সেই খেলার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে হবে।

নতুন ইংল্যান্ড: আমরা জানি, এই ইংল্যান্ড দলটায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ওদের শক্তিটা বুঝে আমাদের কৌশল তৈরি করতে হবে। আমি নিশ্চিত, আমাদের সাপোর্ট স্টাফ আর টিম ম্যানেজমেন্ট কৌশল নিয়ে পরে আলোচনা করবে। এই টেস্ট ম্যাচটার জন্য আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা করতে হবে।

কোচ দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক: রাহুল (দ্রাবিড়) ভাই সব সময় আমার কাছে প্রেরণা। মনে আছে, সেটা ২০০৭-০৮ হবে। রাহুল ভাই তখন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেই প্রথম ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার পর থেকে যোগাযোগ রেখে চলেছি। ক্রিকেটার হিসেবে কত কী শিখেছি। যখন রাহুল ভাই খেলতেন, তখন। আবার অবসর নেওয়ার পরেও। যখনভারতীয় 'এ' দলের কোচ ছিলেন রাহুল ভাই, তখন ওঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘসময় ধরে কথা হত। রাহুল ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুব ভাল লাগছে।

কিল্লায় প্রাইজমানি ফুটবল শুরু ২৬শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। পিত্রাকামি সুপার কাপ প্রাইজমানিফুটবল শুরু ২৬ জুন থেকে। খেলা হবে পিত্রা কামি স্কুল মাঠে। আসরের উদ্যোক্তা পিত্রা কামি ক্লাব। ইতিমধ্যে ১৫ দল আসরে অংশ নিয়েছে। আজ অংশ নেওয়ার শেষ দিন। অংশ নিতে ইচ্ছুক দলগুলোকে ২৫০০ টাকা এন্টি ফি সহ নাম জমা দিতে বলা হয়েছে। আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫০ এবং ৩০ হাজার টাকা। এছাড়া থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কার। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নিচ্ছে উদ্যোক্তা ক্লাব। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে মুষলধারে বৃষ্টিকে নিয়ে। তারপরও উদ্যোক্তারা মাঠটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর।

আসামে জাতীয় ফুটবল : নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ত্রিপুরা আজ ওড়িশার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ খেলতে আজ মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ ওড়িশা। অসমের সোনাপুরের এল এন আই টি মাঠে আজ হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে। আপাতত ৩ ম্যাচ খেলে ২টিতে পরাজিত হয়ে আসর থেকে ছিটকে গেছে ত্রিপুরা। ফলে এই ম্যাচটি শুভেনজিৎ সিনহার দলের সামনে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার। তাই আজ সম্ভবত রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ফুটবলারদের প্রথম একাদশে খেলাতে পারেন কোচ, এমনই পরিকল্পনা চলছে। বৃহস্পতিবার হালকা অনুশীলন সেরে নেয় ত্রিপুরার ফুটবলাররা। অনুশীলন শেষে ত্রিপুরা দলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা টেলিফোনে বলেন,'জয় পেয়েই যেনও রাজ্যে ফিরতে পারে তা মাথায় রেখেই মাঠে নামতে বলেছি মেয়েদের। আশাকরি আসরের শেষ ম্যাচে মেয়েরা ভালো খেলবেই। বিপক্ষ দলের কাউকে মার্কিং নয়, জ্যোনাল মার্কিংয়ে খেলবে মেয়েরা'। দাদরা এন্ড নগর হাবেলীর বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভেঙ্গে পড়েছে ত্রিপুরার মেয়েরা। রাজ্যদলের দুই কোচ শুভেনজিৎ এবং সুশান্ত দেববর্মা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন গোটা দলের মনোবল বাড়াতে।

দীর্ঘ ২৫ বছর পর জুডোতে এনআইএস ত্রিপুরার মিহিরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। দীর্ঘ ২৫ বছর। জুডোতে এন আই এস ডিপ্লোমা করলেন রাজ্যের কোনও ক্রীড়াবিদ। ১৯৯৭ সালে শেষ বার ওই ইভেন্টে ডিপ্লোমা করেছিলেন দেবাশিষ ভট্টাচার্য এবং মানিক লাল দেব। ওই সময় পূর্বোত্তরের জন্য কৌটা থাকতো। আর এবার পাতিয়ালা থেকে ডিপ্লোমা করলেন মোহনপুর মহকুমার ক্রীড়া দপ্তরের ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল। বৃহস্পতিবার ডাকযোগে সংশাপত্র আসলো ওনার কাছে। পরে এক সাক্ষাৎকারে মিহির শীল বলেন, 'ডিপ্লোমা করতে গিয়ে নতুন অনেক কিছু শিখেছি। যা রাজ্যের জুডোর পাশাপাশি অন্য ইভেন্টের খেলোয়াড়দের অনুশীলন করাতে সহায়তা করবে'। প্রসঙ্গত: উদয়পুর জুডো সেন্টারের জুডোকারদের এখনও অনুশীলন করার মিহির শীল।

স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। পিছিয়ে গেলো রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারন সভা। নিয়মানুযায়ী জুন মাসেই হওয়ার কথা ছিলো রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারন সভা। কিন্তু উপ নির্বাচনের জন্য পিছিয়ে গেলো। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্ভবত হবে বার্ষিক সাধারন সভা। ওই সভায়ই আসন্ন মরশুমের যাবতীয় সূচী ঠিক করা হবে। সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল দিয়েই আগামী মরশুম শুরু করতে চাইছে রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। এদিকে গেলোবারের রাজ্য স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা সম্ভবত আর হচ্ছে না। জানা গেছে, নতুন মরশুমের জন্য গেলোবারের আসর এবার হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে দাবাড়ুরা।

টি-২০ ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারতীয় অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর-ব

ডাম্বুলা (শ্রীলঙ্কা), ২৩ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ডাম্বুলার রাঙ্গিরি ডাম্বুলা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতীয় অধিনায়ক হরমানপ্রীত কৌর। দুই দলের মধ্যে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। এরপর পাল্লেকেলেতে তিনটি একদিনের ম্যাচ মুখোমুখি হবে উভয় দল। ইন্ডিয়া উইমেন (একাদশ): স্মৃতি মান্ধানা, শাফালি ভার্মা, সাব্বিনেনি মেঘনা, জেমিমা রড্রিগস, হরমনপ্রীত কৌর (সি), রিচা ঘোষ (ডাব্লু), দীপ্তি শর্মা, পূজা ভাস্ত্রকার, রেণুকা সিং, রাধা যাদব, রাজেশ্বরী গায়কওয়াড় শ্রীলঙ্কা মহিলা (একাদশ): চামারি আথাপাথু (সি), ভিশমি গুনারত্নে, হর্ষিতা মাদাভি, কবিশা দিলহারি, নীলাক্ষী ডি সিলভা, আনুশকা সঞ্জীওয়ানি, ইনোকা রানাবীরা (ডব্লিউ), অমা কাঞ্চনা, ওশাদি রানাসিংহে, সুগান্দিকা কুমারী, উদেশিকা প্রবোধনি।

অবহেলায় ম্যারাডোনার মৃত্যু ?

চিকিৎসায় জড়িত আটজনকে দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়

তাঁর মৃত্যুর পর দেড় বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর ডিয়েগো আরমান্ডো ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর থেকেই প্রশ্নটা উঠছে। চিকিৎসক ও নার্সদের অবহেলাই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মৃত্যুর কারণ নয় তো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই অস্ত্রোপচারের পর কিংবদন্তির চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত আটজনকে দাঁড়াতে হবে আদালতের কাঠগড়ায়।আর্জেন্টিনার এক বিচারক কাল এই আটজনের বিরুদ্ধে 'অবহেলাজনিত হত্যাকান্ড'-এর অভিযোগ গঠন করেছেন। ২০২৩ সালের শেষ থেকে ২০২৪ সালের শুরুর মধ্যে আদালতে উঠতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটে প্রেস। অভিযুক্ত এই আটজনের মধ্যে আছেন ম্যারাডোনার পারিবারিক চিকিৎসক ও নার্স। ২০২০ সালে ম্যারাডোনার মস্তিস্কে অস্ত্রোপচারের পর যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন অভিযুক্ত এই আটজন 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে মৃত্যুটা এড়ানো যেত' বলে মনে করা হচ্ছে। তথ্য—প্রমাণের ভিত্তিতে এই অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।'৮৬ বিশ্বকাপ কিংবদন্তির মস্তিস্কে রক্ত জমাট বাঁধায় অস্ত্রোপচার করানো হয়। মাদকাসক্ত হয়ে পড়ায় ৬০ বছর বয়সী ম্যারাডোনার শরীরে আরও নানারকম জটিলতা ছিল। কোকেন এবং মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বুয়েনস আয়ার্সে এক বাড়িতে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন ম্যারাডোনা। কিন্তু তাঁকে বিছানায় মৃত পাওয়া যায়, সেটি অস্ত্রোপচারের দুই সপ্তাহ পর। তখন হার্ট অ্যাটাককে মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছিল।আর্জেন্টিনার এক সরকারি কেঁসুলির নেতৃত্বে চিকিৎসাবিদ্যায় ২০ জন বিশেষজ্ঞের প্যানেল গত বছর জানান, ম্যারাডোনার 'চিকিৎসায় প্রচুর ঘাটতি এবং অনিয়ম করা হয়েছে।' তখন বলা হয়েছিল তাঁর যেসব অসুস্থতা ছিল, সেজন্য সঠিক ও পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা পেলে 'বাঁচার সুযোগটা আরও বেশি থাকত।'

তদন্তে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন, ম্যারাডোনার সেবা---যত্নের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, সবাই অবহেলা করেছেন, 'দীর্ঘ একটা সময়' তাঁকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় মৃত্যু হয়। কেঁসুলিরা তাই অবহেলাজনিত হত্যাকান্ডের অভিযোগ গঠন করেছেন ম্যারাডোনার সেবা---যত্নের দায়িত্বে থাকা সেই আটজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগটা হলো, তাঁকে 'ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।'অভিযুক্তরা হলেন ম্যারাডোনার পারিবারিক চিকিৎসক ও নিউরোসার্জন লিওপোল্ডো লুক, মনোবিদ অগাস্তিনা কোসাচোভ, মনোবিদ কার্লোস দিয়াজ, চিকিৎসা---সমন্বয়ক ন্যান্সি ফোরলিনি, নার্সিং সমন্বয়ক মারিয়ানো পেরোনি, সেবিকা রিকার্দো আলমিরন ও দাহিয়ানা মাদ্রিদ এবং চিকিৎসক পেদ্রো পাগলো দে স্পাগানা।

এসব বিবাদীর বিরুদ্ধে কেঁসুলিদের অভিযোগ, ম্যারাডোনার ঘরে তাঁরা যে 'হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল বেপরোয়া এবং তাতে ঘাটতি ছিল।' অভিযোগ প্রমাণ হলে আট থেকে সর্বোচ্চ ২৫ বছরের জেল হতে পারে। তবে অভিযুক্ত সবাই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং কাউকে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরুর আগে আটক করা হয়নি।

শাস্ত্রী ভারতের কোচ না হলে এমন দিন দেখতে হতো না কোহলিকে: রশিদ লতিফ

ভারতের সফল কোচদের একজন রবি শাস্ত্রী। কিন্তু পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফের কাছে শাস্ত্রী কোনো কোচের মধ্যে পড়েন না। রশিদের চোখে শাস্ত্রী শুধুই একজন ভালো ধারাভাষ্যকার! আর অনিল কুম্বলেকে সরিয়ে শাস্ত্রীকে ভারতের কোচ না করলে বিরাট কোহলির আজ এমন অবস্থা হতো না বলেই মনে করেন লতিফ।

২০১৭ সালে কুম্বলেকে বিতর্কিতভাবে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ভারত। এরপর শাস্ত্রী ভারতের কোচের দায়িত্ব নেন। তাঁর অধীনে ভারত দল অসাধারণ অনেক সাফল্যই পেয়েছে। কোচ শাস্ত্রী, অধিনায়ক কোহলিএই জুটিতেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুটি টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। আইসিসির শিরোপা না জিতলেও ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল ও ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছে ভারত। তবে এই পরিসংখ্যানও লতিফকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। এখনো তিনি মনে করেন, কুম্বলেকে সরিয়ে শাস্ত্রীকে কোচ করে ভুল করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। কোহলির বর্তমান অবস্থার জন্যও শাস্ত্রীকেই দায়ী করেন লতিফ, 'এটা (কোহলির অবস্থা) তার কারণেই।'শাস্ত্রীকে কোচ হিসেবে কেন পছন্দ নয়, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার---ব্যাটসম্যান লতিফ, 'আপনারা কুম্বলের মতো একজনকে পাশে সরিয়ে দিলেন এবং রবি শাস্ত্রীকে নিয়ে এলেন। জানি না, তার সেই যোগ্যতা ছিল কি না। তবে সে একজন ধারাভাষ্যকার। তার তো কোচিংয়ে আসারই কথা নয়!'শাস্ত্রীকে কোচ বানানোর সিদ্ধান্তটা ভারতের জন্য বুমেরাং হয়ে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে লতিফের, 'শাস্ত্রীকে কোচ বানানোর পেছনে বিরাট কোহলিসহ অনেকেরই ভূমিকা আছে বলে মনে করি আমি। তবে সেটা বুমেরাং হয়ে এসেছে। তা—ই নয় কি? শাস্ত্রী যদি কোচ না হতো, কোহলি এভাবে ফর্মহীন হতো না।' কোহলির ফর্মহীন হওয়ার সঙ্গে শাস্ত্রীর কোচ হওয়ার কী সম্পর্ক, তা অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি রশিদ লতিফ। শাস্ত্রীর অধীনে শুরুতে ব্যাট হাতে ভালোই তো সময় গেছে কোহলির!

ভারতের জন্য জিমিকে তৈরি রাখছেন স্টোকস

টেস্ট সিরিজের নিষ্পত্তি আগেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্রেন্ডন ম্যাকালামের দর্শনে নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়ানো ইংল্যান্ড শিবির প্রত্যেক ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেওয়াকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে মরিয়া। আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া হেডিংলে টেস্টেও জয়ের খোঁজেই নামছে ইংল্যান্ড।

নতুন করে করোনা হানা দিয়েছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ব্যাটিং কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক এই মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত। তার উপরে মঙ্গলবার অধিনায়ক বেন স্টোকস অনুশীলন না করায় তৈরি হয়েছিল উদ্বেগ। বুধবার ইংল্যান্ড অধিনায়ক নিজেই সেই জল্পনায় জল ঢেলে দেন। সাংবাদিক বৈঠকে স্টোকস বলেছেন, "এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সমস্যা হচ্ছিল বলে মাঠে নামিনি। এর আগেও এমন হাল্কা অসুস্থতা নিয়ে আমি খেলেছি। কাজেই শেষ টেস্টে আমিই টস করতে নামব। এখন কোনও সমস্যা নেই।" তবে শেষ টেস্টে ইংল্যান্ড পাচ্ছে না অভিজ্ঞ পেসার জেমস অ্যান্ডারসনকে। গোড়ালিতে চোট থাকায় তিনি থাকছেন মাঠের বাইরে। তাঁর পরিবর্তে টেস্টে অভিষেক হতে চলেছে আর এক নতুন জোরে বোলার জেমি ওভার্টনের। যা নিয়ে স্টোকস বলেছেন, "অ্যান্ডারসনের গোড়ালিতে চোট রয়েছে। হয়তো তার পরেও ওকে দলে রাখাই যেতে পারত। কিন্তু আমি মনে করি, এই টেস্টের চেয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একশো শতাংশ সুস্থ অ্যান্ডারসনকে রাখা হলে আমরা উপকৃত হব। তাতে যদি ওভার্টন ৭৫ শতাংশ ফিটনেস নিয়ে খেলতে নামে, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

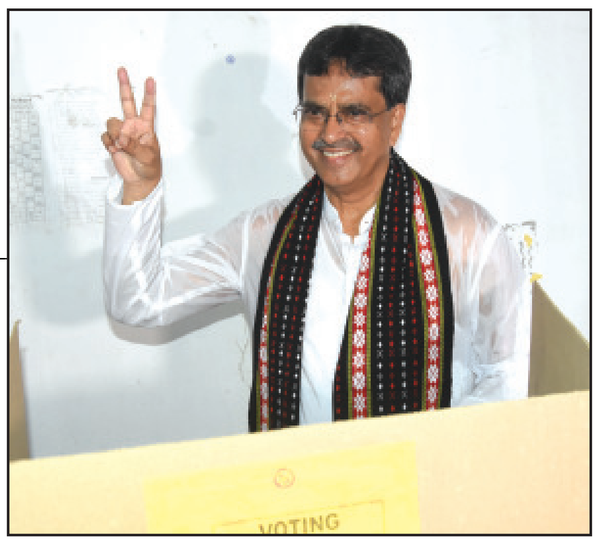

ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৮ বড়দোয়ালী বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহা

ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৬ আগরতলা বিজেপি প্রার্থী ডা. অশোক সিনহা

ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্ম

ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৬ আগরতলা কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন

হেমতাবাদে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে দাদাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ভাইয়ের বিরুদ্ধে

হেমতাবাদ, ২৩ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানার গিয়াশিল সংলগ্ন বলাইগাঁও গ্রামে বসতবাড়ির জমি নিয়ে বিবাদের জেরে দাদাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ভাইয়ের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জখমের নাম আজাদ আলি (২৮), পেশায় গ্যারেজ মিস্ত্রি। অভিযুক্ত রাজু আলির খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বসতবাড়ির জমি নিয়ে বলাইগাঁওয়ের বাসিন্দা আজাদের সঙ্গে তাঁর ভাই রাজুর বিবাদ চলছিল। এদিন সকালে এনিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা হয়। পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, আচমকাই রাজু ধারাল অস্ত্র দিয়ে আজাদকে কোপাতে শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা আজাদকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

জখমের স্ত্রী পারভিনা খাতুন বলেন, 'আমার স্বামীকে খুনের চেষ্টা করেছে দেওর রাজু আলি। এই ঘটনায় হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' হেমতাবাদ থানার পুলিশ আধিকারিক জামালুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জলের দাবীতে তৈনানীতে পথ অবরোধ জনজাতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। তৈনানী এলাকায় বৃহস্পতিবার পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করলেন জনজাতি অংশের মানুষজন। অবরোধকারীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় পানীয় জলের সংকট চলছে। পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য এলাকার জনগণের তরফ থেকে স্থানীয় নেতা, মাতব্বর এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর এর সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হলেও ইতিবাচক কোনো সাড়া মেলেনি। ফলে পানীয় জলের সংকট চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করতে শুরু করে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য এলাকার জনজাতি অংশের লোকজনকে চাতক পাখির মতো হা করে থাকতে হচ্ছে। এই অসহনীয় জীবন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই জনজাতি অংশের লোকজন বৃহস্পতিবার তৈনানী এলাকায় পথ অবরোধের শামিল হল। অবরোধের ফলে ওই এলাকায় যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধ স্থলের দুপাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে।

তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে গর্জি আউট পোষ্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা আলোচনায় মিলিত হন। অবরোধকারীরা জলকষ্ট সহ তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন। তারা তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আপাতত তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

বিশালগড়ে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জুন।। রাজ্যে আবারো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আক্রান্ত। রাজ্যে সংবাদিক আক্রান্তের ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সাংবাদিক ন্যায্য বিচার পায়নি। বৃহস্পতিবার সকালে আবারো ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটল বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলের সামনে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন প্রদান করে। আর সেই সংবাদ সংগ্রহ করতে যায় বিশালগড়ের কর্মরত সাংবাদিকরা। বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভকারীরা ছিলো আনুমানিক ৭০-৮০ জন। আর তখনই বিশালগড়ের কর্মরত সাংবাদিকরা ক্যামেরা বের করে ভিডিও ফুটেজ করার সময় বিশালগড় মুরাবাড়ি এবং বিশালগড় সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার দশ- পনের জনের এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে রণবীর দেবনাথ এবং সৌরভ সরকার নামে দুই কুখ্যাত মাফিয়ার নেতৃত্বে ১০ থেকে ১৫ জন যুবক সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। ঠিক তখন মাফিয়াদের মুখ থেকে বলতে শোনা গেছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন নিউজ করা যাবে না আর যদি সাংবাদিকরা নিউজ করে তার পরিণাম নাকি ভালো হবে না। তখন উপস্থিত কর্মরত সাংবাদিকরা তার কারণ জানতে চাইলে মাফিয়া রণবীর দেবনাথ এবং সৌরভ সরকারের নেতৃত্বে অন্যান্য উশৃংখল যুবকরা কর্মরত সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে শুরু করে এবং এক সময় সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়। এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। এমনকি ঘটনাটি স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করতে পেরে এগিয়ে আসলে দুই মাফিয়া রণবীর দেবনাথ এবং সৌরভ সরকারের নেতৃত্বে মাফিয়া দলটি গা-ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। এই দুই মাফিয়ার যন্ত্রণায় বিশালগড় এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকাবাসীরা তাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। সাংবাদিকদের সাথে এই ধরনের ঘটনার পর বিষয়টি মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারকে সম্পূর্ণ লিখিত আকারে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশালগড় থানার কর্তব্যরত পুলিশ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৃহস্পতিবার সকালে মাতার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তিনি। অম্বুবাচীর পুন্য তিথিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর আগমনকে কেন্দ্র করে মাতা বাড়িতে সকাল থেকেই অভূতপূর্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, বিপ্লব কুমার দেবকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও নিরাপত্তা সহ কোন দিক দিয়েই কোন ধরনের ঘাটতি রাখা হয়নি। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গেলেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ করা হয়। এদিন দলের নেতারা যখন ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে চরম ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর মাতাবাড়ি পরিদর্শন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনেকেই মনে করছেন।

ভোট চলাচালীন এক পুলিশ কর্মী ভোট দিলেন গেলে ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছে।

আদর্শ মাতৃত্ব অভিযান প্রকল্প সফল করতে কল্যাণপুরে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৩ জুন।। আদর্শ মাতৃত্ব অভিযান। অর্থাৎ কোন মহিলার মাতৃত্বকালীন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন তা থেকে উত্তরণের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর আদর্শ মাতৃত্ব অভিযান করবে। আগামী ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত এই অভিযান চলবে প্রত্যেকটি বাড়িতে কি উপজাতী কি জনজাতি এলাকায়। এই অভিযানকে সফল করতে কল্যাণপুর স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার লোটাস কমিউনিটি হলে এক দিবসীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে কল্যাণপুর এলাকার ১৩৮ টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশ নেন। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ডক্টর সুপ্রিয় বর্মন। আদর্শ মাতৃত্ব অভিযানের নোডাল অফিসার ডঃ বিপাশা দেববর্মা সহ কল্যাণপুর নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তারা। ডক্টর সুপ্রিয় বর্মন জানান, এটা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। মূলত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কোন মহিলার ডেলিভারি যাতে বাড়িতে না করা হয়। কারণ বাড়িতে ডেলিভারি করলে বাচ্চা এবং মহিলার দুই জনের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। তাই বাড়ি বাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আশা কর্মী লাগিয়ে প্রত্যেক প্রেগন্যান্ট মহিলাদের বলে আসবেন উনারা যেন সরকারি হাসপাতালে ডেলিভারি করানো এবং মাতৃত্বকালীন সময়ে সরকারি সহায়তা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব হাসপাতালে যাতে এসে করানো হয়। সে ক্ষেত্রে কল্যাণপুর এর প্রত্যেকটি এলাকায় কি উপজাতী কি জনজাতি কি অউপজাতী এলাকায় প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে যাবে আমাদের টিম। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই বিষয় নিয়ে বুঝানো হবে। পাশাপাশি যারা প্রেগনেট মহিলা রয়েছেন উনাদের সমস্ত তথ্য মোবাইল নম্বরসহ ছবিসহ কল্যাণপুর স্বাস্থ্য দপ্তরে এসে জমা দিতে হবে। যাতে করে কল্যাণপুর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সবসময়ই প্রেগনেন্ট মহিলার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। মাতৃত্বকালীন সময়ে বাচ্চা এবং মা দের বাঁচানোই আসল উদ্দেশ্য এই প্রকল্পের। তিনি এলাকার সমস্ত অংশের মানুষ জন প্রতিনিধি সহ সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

করোনার ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের উপর নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ রাজ্যগুলিকে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : দেশে করোনার ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যগুলিকে নজরদারি বাড়াতে এবং জিনোম সিকোয়েন্সিং করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে তিনি বেশি সংক্রমিত জেলাগুলিতে নজরদারী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। ডাঃ মান্ডাভিয়া আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে করোনার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নজরদারি এবং পুরো জিনোম সিকোয়েন্সিং-এ নজরদারি করা চালিয়ে যেতে। তিনি করোনা রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে নজরদারির নির্দেশও দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড় অজয় কে সুদ, সচিব ড় রাজেশ গোখলে, আইসিএমআর-র মহানির্দেশক ড় বলরাম ভার্গব, এইমস-র ডিরেক্টর ড় রণদীপ গুলেরিয়া, করোনা টাস্ক গ্রুপের প্রধান ড় এন কে অরোরা, এনসিডিসির ডিরেক্টর ডাঃ সুজিত সিং সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ জুন।। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সকাল আটটা থেকে স্কুল শুরুহয়। স্কুল শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে সদর দরজায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থনা চলাকালীন সময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তথা প্রধান শিক্ষক জীবন দেবনাথ স্কুলের গেট বন্ধ করে দেয়। প্রার্থনা শেষে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে প্রবেশ করার জন্য গেটের সামনে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভিতরে ঢুকতে তো দিলেনই না প্রধান শিক্ষক। উপরন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একজন অভিভাবক পিতৃতুল্য শিক্ষক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে।

পাশাপাশি বলেন কোনভাবেই স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে স্কুলের সামনে থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলেন অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে একজন স্কুলের শিক্ষিকাকে গেটের তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়। তখন ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলে প্রবেশ করার জন্য উর্দুত হলে প্রধান শিক্ষক তাদেরকে কোনভাবেই স্কুলে ঢুকতে দেয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন রাখেন, স্কুলের শিক্ষিকারা যদি প্রার্থনা সভার পরে স্কুলে ঢুকতে পারে সে ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা কেন স্কুলে ঢুকতে পারবো না। সকাল আটটা থেকে স্কুল শুরু হওয়ার কারণে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাড়ি করে স্কুলের উদ্দেশ্যে আসার পর যদি স্কুলে ঢুকতে না দেওয়া হয়। তার পরেও প্রধান শিক্ষকের নিকট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভালো ব্যবহার আশা রাখে। সে ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ব্যবহারে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খুবই মর্মাহত। পাশাপাশি স্কুলের অন্য একজন শিক্ষক সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার পর প্রধান শিক্ষকের নিকট ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশের জন্য অনুরোধ জানালেও প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে কোন ধরনের কর্ণপাত করেননি। সংবাদমাধ্যম প্রধান শিক্ষক এর নিকট বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক সময়ে স্কুলে না আসার কারণে তাদের স্কুলে প্রবেশ করতে দেননি। পাশাপাশি তিনি বলেন সঠিক সময়ের পর স্কুলের শিক্ষিকা প্রবেশের যে অভিযোগ তিনি তা সরাসরি অস্বীকার করেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। সময়ের বাইরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলেন প্রধান শিক্ষক।

আস্থা ভোটই শেষ কথা বলবে, মত শরদ পাওয়ারের

মুম্বই, ২৩ জুন (হি. স.) : শিবসেনার একগুচ্ছ বিধায়ক বিদ্রোহী হয়ে ওঠায় মহা-সংকটে পড়ে গিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরের সরকার। তবে সেই সংকট কাটিয়ে আবার ট্র্যাকে ফিরে আসবে মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকার। এমনই আত্মবিশ্বাসী এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকারের কারিগর পাওয়ার বৃহস্পতিবার জানান, শিবসেনার বিদ্রোহী বিধায়করা ঘরে ফিরে এলে পরিস্থিতি বদলাবে। নইলে আস্থা ভোটই বুঝিয়ে দেবে কার পক্ষে রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মহারাষ্ট্রে এই রাজনৈতিক সংকট তৈরির জন্য নাম না করে বিজেপিকেই দায়ী করেন পাওয়ার। এদিন সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'সবাই জানে কীভাবে শিবসেনার বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের প্রথমে গুজরাত ও পরে অসমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যারা ওদের মদত করেছে তাদের নাম নিতে চাই না। অসম সরকার সাহায্য করছে। এর বেশি কারও নাম আমি নিতে চাই না।'

অতীতে মহারাষ্ট্রে সরকার পড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পাওয়ারের হস্তক্ষেপে তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় কংগ্রেস-এনসিপি-শিবসেনার জোট সরকার। শরদ পাওয়ার এদিন বলেন, 'আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই বিপর্যয় আমরা কাটিয়ে উঠব। উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বে সরকার আবার আগের মতো মসৃণভাবে চলবে। মহারাষ্ট্র সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে কিনা সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে বিধানসভায়। যখন পদ্ধতি মেনে সবকিছু হবে তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে যে এই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।'

সোনামুড়ায় গোমতীর জলে নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ জুন।। সোনামুড়া গোমতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ঘটনার সোনামোড়া থানাধীন বেজিমারা এলাকায়। নদী সংলগ্ন ওয়াটার ট্যাংক এর উপর যুবকের মোবাইল এবং জুতো জোড়া উদ্ধার হয়। আর এই থেকেই ধারণা করা হচ্ছে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে আগরতলার টেকনো ইন্ডিয়া তে পাঠরত বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র আবির লাল ধর ওরফে(ডিঙ্কু)। বয়স ২২। নিখোঁজ যুবকের বাড়ি সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন। পিতা আশিস ধর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিগত কয়েক মাস যাবত শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন যুবক আবির, ফলে বাড়িতে ছিল সে, গতকাল আনুমানিক বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে ঘুরতে যাব বলে বেরিয়ে আসে ওই যুবক দীর্ঘ সময় হয়ে যাওয়ায় বাড়ির অন্যান্য রা তার মোবাইলে কল করায় তার কথাতে অসংলগ্নতা আচ করে, এরপরে তার মোবাইলে কল না যাওয় সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। এরপর তার পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে এসে সোনামুড়া গোমতী নদীর স্থিত ওয়াটার ট্রিটমেন্টে এসে তার মোবাইল এবং জুতোজোড়া দেখতে পায় আর তার থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে গোমতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে যুবক আবির। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে সোনামুড়া থানা পুলিশ অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা কিন্তু নদীর জল বেশি হওয়ায় খবর দেওয়া হয় রেডক্রস সোসাইটি এবং এনডিআরএফ এর কর্মীদের, রাত প্রায় বারোটা নাগাদ এনডিআরএফ এর কর্মীরা এসে নদীর জলে খোঁজ করে দেখে শেষ অব্দি মেলেনি আবিরের দেহ। আশঙ্কা করা হচ্ছে জলের গভীরতা হয় এবং স্রোত বেশি হয় হয়তোবা ততক্ষণে আবিরের দেহ অনেক দূরে চলে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনজ বিপ্লব দাস, মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য দীর্ঘ প্রায় চার বছর পূর্বে পারিবারিক কলহের কারণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেন আবিরের মা ভুলু দত্ত ধর। তারপর থেকে মানসিক অবসাদগ্রস্ত যুবক আবির। ঘটনা সম্পর্কে আবিরের বাবা আশিস ধর জানান সম্প্রতি কয়েক মাস যাবত শারীরিক অসুস্থতা এবং প্রণয়ঘটিত একটি ঘটনা নিয়ে অবসাদগ্রস্ত ছিল আবির। তবে ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে সঠিক তদন্ত করলেই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া আবিরের মোবাইল ফোন থেকেই উঠে আসতে পারে আসল রহস্য। নাকি এর মধ্যে রয়েছে কোন জটিলতা সেটা সময় বলবে। প্রশাসন এবং এনডিআরএফ এর কর্মীরা দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা যাবত খোঁজাখুঁজি করেও কোন সুরাহা করতে পারেননি। আশঙ্কা করা হচ্ছে জলের স্রোত বেশি হওয়ায় হয়তোবা বাংলাদেশের চলে যেতে পারে আবিরের দেহ। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে, চলছে নানা গুঞ্জন।

আম্বাবুচি উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায় মন্ত্রী মহিলাদের সিদুর খেলা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।